পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ৪ কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 44 Monday, 13 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা ❋ ২৮ পৌষ ১৪৩১, সোমবার, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে কাস্টডিতে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ বিষ স্যালাইনকাণ্ডে স্বাস্থ্য সচিবকে গ্রেফতারের দাবি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে জাল ওষুধ সরবরাহ করে গরিব মানুষকে মারছে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ডিরেক্টরের সঙ্গী কালীঘাটের যোগের তত্ত্বও তুললেন তিনি। হাওড়ায় একটি রক্তদান শিবিরে গিয়ে একথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, , ২০২২ সালে টেন্ডার শেষ হয়ে যায় , ব্ল্যাকলিস্টেড কোম্পানিকে দিয়ে টেন্ডার করিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অনেক কিছুই হবে। আমরা দাবি করেছে ইডি এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নিক। আমাদের ডায়রেক্টর অফ ড্রাগ কংট্রোল রয়েছে। আমি নাড্ডাজিকে বলেছি। তাঁরা এখানে এসে গোটা বিষয়টি দেখবে। তিনি আরও বলেন, নারায়ণস্বরূপ নিগমকে কাস্টেডিতে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ডিরেক্টর মুকুল ঘোষ, এই বহরমপুরের মুকুল ঘোষের সঙ্গে সরাসরি কালীঘাটের যোগ রয়েছে। টাকার বিনিময়ে জাল ওষুধ সাপ্লাই করে। DCGI-কে দিয়েও তদন্তের অনুরোধ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। নারায়ণস্বরূপ নিগমকে গ্রেফতারির দাবি রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অভিযোগ তুলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও। এই ঘটনায় যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সঙ্গে বড় মাথার যোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য নিয়ে সিপিএম নেতা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, তদন্ত হওয়া উচিত, এই নিয়ে কোনও বিতর্কের জায়গা নেই। এটা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব, অপরাধীদের খুঁজে বার করা।

প্রসঙ্গত, চরম আতঙ্ক মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্যালাইন বিভ্রাটে ইতিমধ্যেই এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক আরও তিন। ২ জনকে ইতিমধ্যেই ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয়েছে। প্রসূতিদের বাঁচাতে নাছোড় লড়াই চিকিসকদের। হাসপাতাল থেকে সরানো হয়েছে নিষিদ্ধ স্যালাইন। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও কীভাবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে জেলা হাসপাতালে ঢুকল এই নিষিদ্ধ স্যালাইন? প্রশ্ন উঠছে সেটাই। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে আরও ৭ ওষুধের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বাড়বে পিএম কিষানের বরাদ্দ! বাজেটেই হতে পারে বড় ঘোষণা

১২ জানুয়ারি ঃ এমনিতে সরকার গঠনের পর প্রথম দিককার বাজেটে সেভাবে জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা করা হয় না। তবে এবার সম্ভবত ব্যতিক্রম হতে চলেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের ক্ষোভের ক্ষতে প্রলেপ দিতে বাজেটে বড় ঘোষণা করতে পারে মোদি সরকার। শোনা যাচ্ছে, এবারের বাজেটে বাড়তে পারে পিএম কিষান যোজনার বরাদ্দ। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে যদি এ পর্যন্ত কোনও গণআন্দোলন বিব্রত করে থাকে, সেটা কৃষক বিক্ষোভ। ২০২১ সালে কৃষকদের আন্দোলনের জেরে কৃষি আইন প্রত্যাহারও করতে হয় কেন্দ্রকে। কিন্তু তারপরও সমস্যা মেটানো যায়নি। এখনও পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কেন্দ্রবিরোধী বিক্ষোভে কৃষকরা। কৃষক নেতা জগজি সিং দাল্লেওয়াল এখনও অনশনে। এই পরিস্থিতিতে কৃষক অসন্তোষ মেটাতে বাজেটে কল্পতরু হতে পারেন নির্মলা সীতারমণ। শোনা যাচ্ছে, এবার পিএম কিষান যোজনার বরাদ্দ একধাক্কায় অনেকটা বাড়তে পারে। এমনিতে পিএম কিষান যোজনার আওতায় এখন কৃষকরা ৬ হাজার টাকা করে অনুদান পেয়ে থাকেন। তিন কিস্তিতে সেই টাকা দেওয়া হয়। শোনা যাচ্ছে, এবার ওই টাকার অঙ্ক বেড়ে ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার

পর্যন্ত করা হতে পারে। সংঘ পরিবারের কৃষক সংগঠনও বাজেটে বরাদ্দ বা।ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। সেই দাবি এবার মানতে পারে মোদি সরকার।

সূত্রের খবর, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, সংস্কারে যেমন বাজেটে জোর দেওয়া হচ্ছে তেমনই জোর দেওয়া হবে কৃষকদের আয় বা।ানোর ক্ষেত্রে। বস্তুত কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি এমএসপির আইনি গ্যারান্টি নিশ্চিত করা। বাজেটে এভাবে আইনি গ্যারান্টির কথা ঘোষণা করা না গেলেও বেশ কিছু ফসলের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য বাড়ানো হতে পারে। মোদি সরকারের আমলে সার এবং কীটনাশকের দাম হু হু করে বেড়েছে। সেটাতেও এবার বাজেটে রাশ টানার চেষ্টা হতে পারে।

দুই আপ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্মৃতির

১২ জানুয়ারি ঃ পদ্মাপাড়ের সাম্প্রতিক আবহে দিল্লিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরপাকড় চলছে। এখনও পর্যন্ত ১৪ জন বাংলাদেশি পুলিশের জালে এসেছে। এর মধ্যেই রাজধানীতে ভোটযুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে আপের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনল বিজেপি। রবিবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি দাবি করলেন, ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড বানাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করছেন আপ নেতারা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে আপ নেতা মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন স্মৃতি। তিনি দাবি করেন, এই দুই নেতা বাংলাদেশিদের জন্য জাল আধার-ভোটার কার্ড তৈরির চক্রের সঙ্গে জড়িত। স্মৃতি বলেন, কেন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পরেও আম আদমি পার্টি নিশ্চুপ? কারা সেই অনুপ্রবেশকারী যারা ভুয়া ভোটার কার্ড তৈরি করে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করতে চায়? আম আদমি পার্টির বিধায়করা কেন তদন্তকারী সংস্থাকে সাহায্য করছেন না? স্মৃতি সরাসরি অভিযোগ করেন, দুই আপ নেতা মহিন্দর গয়াল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জাল আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে জড়িত। জাল আধার কার্ড তৈরির ঘটনায় আপ বিধায়ক এবং কর্মীদের দুটি নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে দেখা করেনি আপ নেতা-কর্মীরা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশিদের ভুয়ো আধার কার্ড চক্রের তদন্তে সম্প্রতি আপ নেতা মহিন্দর গয়ালকে নোটিস পাঠিয়েছে দিল্লি।

ভারতের হাই কমিশনারকে তলব ঢাকার

১২ জানুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চলতি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানাল ঢাকা। রবিবার ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাকে ডেকে এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব মহম্মদ জসিমউদদীন। বাংলাদেশ সরকারের প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সীমান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। গত কয়েকদিন যাবত মালদহে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করে বিএসএফ। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি তাতে আপত্তি জানায়। তাদের তরফে বলা হয় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার আগে বিধি মেনে ভারত সরকার বিজিবির সঙ্গে আলোচনা করেনি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে বিএসএফের গুলিতে সে দেশের একজন নাগরিক নিহত হন বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব এই দুই বিষয়ে ভারতের হাই কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে জানানো হয়। এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব। তিনি অনুরোধ করেছেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যেন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সতর্ক করে যাতে এমন কোনও পদক্ষেপ তারা বা করে যাতে সীমান্তে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকারের তরফে বলা হয়েছে, আগামী মাসে বিএসএফ ও বিজিবির ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উন্নত ভারত আর্থিক, সামাজিক ভাবে শক্তিশালী হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ উন্নত ভারত আর্থিক, কৌশলগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, যেখানে অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে এবং বাস্তুশাস্ত্রের উন্নতি হবে। যেখানে উপার্জন ও শেখার প্রচুর সুযোগ থাকবে। যেখানে থাকবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দক্ষ জনশক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এর বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, আমরা দ্রুত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছব, তখন শুধু উন্নয়নের দক্ষতা এবং সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ কল্পনা করুন। শুধু এতেই থেমে থাকবে না ভারত। আগামী দশকের শেষে ভারত ১০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমি লাল কেল্লা থেকে এক লক্ষ নতুন তরুণকে রাজনীতিতে আনার কথা বলেছি। আপনাদের পরামর্শ বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিও একটি বড় মাধ্যম হতে পারে। আমি নিশ্চিত আপনাদের মধ্যে অনেক তরুণও রাজনীতিতে অংশ নিতে এগিয়ে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের সামনে ২৫ বছরের একটি স্বর্ণালী সময় রয়েছে, এটি অমৃত কাল এবং আমি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ যে ভারতের যুবশক্তি অবশ্যই 'উন্নত ভারতের' স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।

বেকারদের মাসিক ৮৫০০ টাকা, দিল্লির বাজি জিততে চায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ দিল্লির কঠিন লড়াইয়ে বাজিমাত করতে কল্পতরুর ভূমিকায় কংগ্রেস। নির্বাচনের প্রাক্কালে এবার দিল্লির যুবকদের জন্য 'যুবা উড়ান' যোজনার প্রতিশ্রুতি দিল হাত শিবির। তাঁদের দাবি, দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক বেকার যুবককে মাসে ৮ হাজার ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন দিল্লির নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। তিনি বলেন, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নয়া সরকার গঠিত হতে চলেছে। এবং সেই লক্ষ্যে কংগ্রেসের তরফে দিল্লির যুব সম্প্রদায়ের জন্য নয়া উপহার আনা হচ্ছে। আজ আমার দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা ক্ষমতায় এসেই দিল্লির প্রতিটি বেকার যুবককে মাসে ৮৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করব। শিক্ষিত অথচ এক বছর ধরে বেকার এমন যুবকরা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন। এটা শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, যে ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশিক্ষিত সেই সব ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়োগ করার চেষ্টা করবে আমাদের সরকার। সম্প্রতি দিল্লির মহিলাদের জন্য 'পেয়ারি দিদি' প্রকল্পের ঘোষণার করেছে কংগ্রেস। বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণে গত সপ্তাহে এই প্রকল্পের ঘোষণা করে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার জানিয়েছিলেন, এবারের নির্বাচনে দিল্লিতে নিশ্চিত জয় পেতে চলেছে কংগ্রেস। এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নির্বাচনে জয়ের পর সরকার গঠন করেই আমরা মহিলাদের জন্য চালু করব নয়া প্রকল্প 'পেযারি দিদি যোজনা'।। যেখানে প্রতিমাসে রাজ্যের মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। যেমনটা আমরা কর্নাটকে চালু করেছি। উল্লেখ্য, নির্বাচনকে মাথায় রেখে দিল্লিতে প্রতিশ্রুতির ঘোড়া ছোটাচ্ছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। এর আগে ১৮ বছরের উর্ধ্বে সমস্ত মহিলাকে মাসে এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করে আপ সরকার। শুধু তাই নয়, ক্ষমতায় এলে এই টাকার অঙ্ক হাজার থেকে বাড়িয়ে মাসে ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই খয়রাতির লড়াইয়ে বিজেপির ইস্তেহারপত্র এখনও প্রকাশ্যে না এলেও শোনা যাচ্ছে, সেখানেও এই খয়রাতির পথে হেঁটে বহু প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তারা।

সাফাই খরচ দিলেই মিলবে ট্রেড লাইসেন্স, নয়া সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ ট্রেড লাইসেন্স পেতে গেলে জঞ্জাল সাফাইয়ের পরিষেবা বাবদ খরচ দিতে হবে। অন্যথায় ট্রেড লাইসেন্স মিলবে না। কলকাতা পুর এলাকায় সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতি দ্রুত পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর গেজেট প্রকাশ করে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে দেবে। পুর তথ্য বলছে, ৫০০ বর্গফুট অথবা বেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জঞ্জাল সাফাই বিভাগ সার্ভিস চার্জ লাগু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী, ট্রেড লাইসেন্স পেতে গেলে সার্ভিস চার্জ আগে দিতে হবে। এমনভাবে সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহে মেয়র পারিষদ বৈঠকে এই চলতি নিয়মকে আরও দৃঢ় করতে গেজেট নোটিফিকেশন করার সিদ্ধান্ত হয়। তার আগে অবশ্যই নিয়ম মেনে পুর অধিবেশনে অনুমোদন করা হবে।

এক পুর শীর্ষকর্তার কথায়, জঞ্জাল সাফাই থেকে ৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তারই মধ্যে প্রায় ৪২ কোটি টাকা সার্ভিস চার্জ বাবদ। ওই কর্তার কথায়, শহরের এখনও অসংখ্য বাণিজ্যিক সংস্থা জঞ্জাল সাফাই বিভাগের সার্ভিস চার্জের বাইরে। এইসব সংস্থাকে কর কাঠামোর আওতায় আনতে ট্রেড লাইসেন্স ফি-র আওতায় আনা হয়েছে। ঘটনা হল, অনেক বাণিজ্যিক সংস্থা একবারে পাঁচ অথবা দশ বছরের ট্রেড লাইসেন্স ফি দিতে চায়। ওই কর্তার কথায়, এরফলে জঞ্জাল সাফাইয়ের ফি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু পুরসভা নোটিস দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, যত বছরের ট্রেড লাইসেন্স করা হবে, ঠিক তত বছরের জঞ্জাল সাফাইয়ের ফি আগাম নেওয়া হবে। বস্তুত, এই সিদ্ধান্তগুলি গেজেট প্রকাশ করে জানিয়ে দিতে চলেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। তবে বসতবাড়ির ক্ষেত্রে এই নিয়ম কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয়।

দেড়মাস হাওড়া-এসপ্ল্যানেড ও শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা বন্ধের ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ হাজারও বাধা পেরিয়ে বউবাজারে মেট্রোর টানেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ। এবার পালা হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত সংযুক্তিকরণের কাজ। তবে এই কাজের জন্য ভোগান্তির শিকার হতে পারেন আমজনতা। কারণ, প্রায় দেড়মাস হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড আবার শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে মেট্রো পরিষেবা। যদিও এখনও এ বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। ২০১৯ সালে প্রথমবার মেট্রোর কাজের জন্য বউবাজারে বাড়িতে ধস নামে। এরপর ২০২২ সালে প্রথমবার মে মাসে এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবরে বউবাজারে বাড়িতে ধস নামে। কমপক্ষে ৭০টি বাড়ি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে প্রায় বছরের প্রতীক্ষার পর গত ডিসেম্বরেই বউবাজারের টানেলের কাজ শেষ হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পরিকল্পনা হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভকে যুক্ত করা। তথ্য বলছে, হাওড়া এবং শিয়ালদহ সবচেয়ে ব্যস্ত স্টেশন। এই রাস্তায় প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। প্রতি ঘণ্টায় হাওড়া থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৭২টি বাতানুকূল বাস যাতায়াত করে। সময়ও লাগে অনেক বেশি। যানজটের ফলে ভোগান্তির শিকারও হন অনেকেই। অথচ এই রাস্তায় মেট্রো চলাচল শুরু হলে মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। সে কারণে দুটি ব্যস্ত স্টেশনকে মেট্রো পথে সংযুক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে কেএমআরসিএলের তরফে হাওড়া স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখার আর্জি করা হয়েছে। মেট্রো লাইন সংযুক্তিকরণের কাজের জন্য আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। তার ফলে কমপক্ষে ১ লক্ষ যাতায়াতকারী বিপাকে পড়তে পারেন। বলে রাখা ভালো, ১২ এবং ১৯ জানুয়ারিও হাওড়া স্টেশন থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা প্রায় দেড়মাস বন্ধ থাকবে কিনা, সে বিষয়ে এখনও মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে নিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি।

দুবাই থেকে ফিরে কলকাতায় গ্রেপ্তার কসবা কাণ্ডে অভিযুক্ত আদিল শেখ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ কসবাকাণ্ডে এবার পুলিশের জালে অন্যতম অভিযুক্তদের মধ্যে একজন। দুবাই থেকে ফিরতেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আদিল হোসেন নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজই ধৃতকে তোলা হয়েছে আদালতে। গত নভেম্বরে কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে আততায়ীরা। বরাতজোড়ে প্রাণে বাঁচেন তিনি। এদিকে কাউন্সিলরের শাগরেদরা ধরে ফেলেন এক অভিযুক্তকে। জল গড়ায় অনেকদূর। তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই প্রকাশ্যে আসে আদিল হোসেনের নাম। জানা যায়, এই খুনের নেপথ্যে বিহারের বাসিন্দা আদিল শেখ। তবে পরিকল্পনা করেই আবু ধাবি উড়ে গিয়েছিল সে। রবিবার সকালে দুবাই থেকে কলকাতা ফেরে আদিল। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদিলের সূত্র ধরেই কসবা কাণ্ডের রহস্যভেদ হবে বলেই আশাবাদী তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির সামনে বসে থাকার সময় হামলা হয় কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের উপর। বাইকে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষ মুহূর্তে বন্দুকের ট্রিগার লক হয়ে যাওয়ায় গুলি বেরয়নি। বরাতজোরে প্রাণে রক্ষা পান ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। কলকাতা পুলিশ সিট গঠন করে তদন্তে নামে।

অমিত শাহকে তোপ দাগলেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) ,কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিঃদ কেজরিওয়াল। রবিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, অমিত শাহ জি যেভাবে দিল্লির বস্তিবাসীদের কাছে মিথ্যা বলেছেন এবং তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এখন আমরা সেই মিথ্যাকে ফাঁস করতে এই বস্তি শিবিরে এসেছি। তিনি বলেছিলেন 'জাহা ঝুগ্গি ওয়াহা মাকান', কিন্তু বিজেপির লোকজন কার 'মাকান' তা বলছে না। ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার এসেছিল। এই ১১ বছরে তারা দিল্লিতে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করেছে। দিল্লিতে ৪ লাখ ঝুগ্গি রয়েছে। যদি গত ১০ বছরে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করা হয়, তবে দিল্লির প্রতিটি বস্তিবাসীকে বাড়ি দিতে ১০০০ বছর সময় লাগবে। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমরা দেখেছি কিভাবে তাদের (বিজেপি) নেতারা বস্তিতে ঘুমাচ্ছে। তারা ৫-১০ বছর ধরে ঘুমাযনি। গত এক মাস ধরে তাদের নেতারা বস্তিতে ঘুমাচ্ছেন। তারা বস্তিবাসীকে ভালোবাসে না। বিজেপি ধনীদের দল। বস্তিবাসীকে তারা পোকা মনে করে। তারা নির্বাচনের আগে বস্তিবাসীর ভোট চায .এবং নির্বাচনের পর বস্তিবাসীর জমি চায।

মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে ঃ শাহ

শিরডি, ১২ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। রবিবার মহারাষ্ট্রের শিরডিতে মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অমিত শাহ বলেন, মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় ১৯৭৮ সালে শরদ পাওয়ার দ্বারা শুরু করা অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে। উদ্ধব ঠাকরে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তিনি ২০১৯ সালে বালাসাহেবের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন আপনারা তাঁকে তাঁর জায়গা দেখিয়েছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্র সর্বদা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বীর ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, তিলক মহারাজ, বীর সাভারকর, বাবা সাহেব আম্বেদকর, মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, জ্যোতি সাবিত্রীবাই, শ্রী রাজগুরু, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, চাপেকর ভাইয়েরা এবং আরও অসংখ্য ব্যক্তিত্ব দেশের জন্য এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি মহারাষ্ট্রের এই সাহসী ভূমিকে প্রণাম জানাই।

ভাঁড়ারে টান, অতিরিক্ত কর বসিয়ে ঘাটতি মেটাতে মরিয়া ইউনুস সরকার

১২ জানুয়ারি ঃ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ঝিমিয়ে পড়েছে। অভ্যন্তরীণ খাত থেকেও রাজস্বের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত অঙ্ক ছুঁতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে শুল্ক বাড়িয়ে দিল মহম্মদ ইউনুসের অভ্যন্তরীণ সরকার। শতাধিক পণ্য ও পরিষেবায় বসানো হয়েছে ভ্যাট। এভাবেই বাজেটের ঘাটতি পোষাতে মরিয়া সেদেশের অর্থ মন্ত্রক। শতাধিক পণ্যে ভ্যাট বা।ানো হয়েছে। এর ফলে বাকি ছমাসে ১০-১২ হাজার কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে। মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় আছে ফলের রস, ড্রিংক, বিস্কুট, মিষ্টি, ওষুধ, এলপি গ্যাস, সিগারেট, চশমার ফ্রেম ইত্যাদি। বলা হচ্ছে, চলতি অর্থবর্ষে সরকারের খরচ বেড়েছে হু হু করে। দাবি, হাসিনা সরকার অন্যান্য খরচ বাড়িয়েই রেখেছিল। অন্যদিকে আয় তেমন বাড়েনি। রাজস্ব আদায় হচ্ছেই না। ফলে বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথম পাঁচ মাসেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ঘাটতি এসে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৪২ হাজার কোটি বাংলাদেশি টাকায়। এই অর্থবর্ষে বাজেট ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি বাংলাদেশি টাকা। এর মধ্যে ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে শুল্ক-কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব ইত্যাদি খাতে। বাকি অর্থ আসবে দেশি-বিদেশি ঋণ থেকে। সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বাড়িয়ে দিয়েও ক্রেতাদের আকর্ষণ করা হচ্ছে। আশা, এবার সাধারণ মধ্যবিত্ত সঞ্চয়পত্র কিনবেন বেশি করে। এদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ সারা বিশ্বের ব্যাঙ্ক থেকে মোট ১৭০ কোটি ডলার সহায়তা দরকার। কিন্তু যা পাওয়া গিয়েছে তা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই অস্বস্তি বেড়েছে। আর তাই এবার মরিয়া হয়েই কর বাড়িয়ে দিল ইউনুস সরকার।

ধীর গতির শহরের তালিকায় দেশে দ্বিতীয় বেঙ্গালুরু

১২ জানুয়ারি ঃ কোনও তাড়া নেই, হেলেদুলে এগোচ্ছে যান। গাড়ির ফাঁসে আটকে তারস্বরে চিৎকার করছে 'দু-চার চাকার দল। ব্যস্ত অফিসযাত্রীদের কাছে এই ছবি চির চেনা। তীব্র যানজটে বন্দি দেশের একের পর এক শহর। যানজটের নিরিখে দেশের 'ধীর শহরের সেই তালিকাই এবার প্রকাশ্যে আনল এক আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, যানজটের নিরিখে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে টেক শহর বেঙ্গালুরু। এবং প্রথম স্থানে আমার আপনার প্রিয় কলকাতা। টমটম নামে এক সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালে কলকাতায় গড়ে একজন ব্যক্তিকে গাড়ি বা বাসে মাত্র দশ কিলোমিটার যেতে ব্যয় করতে হয় ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণে থাকবেন জয়শংকর সহ সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা

বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও মানবকল্যাণে একযোগে কাজ করবে দুই দেশ

১২ জানুয়ারি ঃ ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। রেকর্ড ভোটে জয় পেয়ে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। এবার তাঁর মসনদে বসার পালা। আর সেই অনুষ্ঠানে জয়শংকরের উপস্থিতির ফলে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কই আরও মজবুত হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি নতুন মার্কিন প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকেও অংশ নেবেন জয়শংকর। সেই সঙ্গে ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকা অন্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন বিদেশমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ও মোদির বন্ধুত্বের কথা সর্বজনবিদিত। নির্বাচনে জয়লাভ করার পরই ' বন্ধু'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন নমো। শুভেচ্ছাবার্তায় লিখেছিলেন, ' জয়ের জন্য প্রিয় বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনেক শুভেচ্ছা। আমি আগামিদিনে তাঁর সাফল্য কামনা করি। আমি খুবই আগ্রহী আমাদের সম্পর্কে পুনর্জীবিত করার জন্য। এই বন্ধন কৌশলগত দিক দিয়ে ভারত-

আমেরিকাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও মানবকল্যাণে আমরা একযোগে কাজ করব।' ফলে মোদি-ট্রাম্পের বন্ধুত্বে এবার আরও মজবুত হবে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্ক। জয়শংকর ছাড়া আরও যে আন্তর্জাতিক আঙিনার অতিথিরা সেদিন উপস্থিত থাকবেন তাঁদের মধ্যে থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়াইয়া, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি প্রমুখ। ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু পাসপোর্ট জট কাটিয়ে তিনি আসতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আমন্ত্রিত চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও। তিনি না এলেও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের পাঠাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মার্কিন মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। 'ভাষণে' ' আমেরিকা'র স্বপ্ন দেখান বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, এই জয় ঐতিহাসিক। সর্বকালের সেরা রাজনৈতিক লড়াই দেখল আমেরিকা। আমেরিকাবাসীকে ধন্যবাদ।

বেলুড় মঠে পালিত স্বামীজির জন্মজয়ন্তী, উদযাপন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেও

হাওড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ বেলুড় মঠে পালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দর ১৬৩-তম জন্মদিন। প্রতিবার সাড়ম্বরে পালিত হয় দিনটি। এই উপলক্ষ্যে বেলু। মঠে প্রতিবছরের মত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভোর ৫টায় স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে পুজো শুরু হয়। সকাল থেকেই স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব এবং মঠের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা স্বামীজির প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বেলুড় মঠে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বেলুড়মঠে ভক্ত সমাগম হয়েছে।বেলুড় মঠ-সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পালিত হচ্ছে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী। উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির বাড়িতেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই ভক্ত সমাগম হয়েছে। বিবেকানন্দের জন্মদিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয় সারা দেশে। সেই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শীতে কাঁপছে দিল্লি, অতি ঘন কুয়াশায় রেল ও উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ এখনও কুয়াশা কাটিয়ে উঠতে পারল না রাজধানী দিল্লি। রবিবারও ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কুয়াশার পাশাপাশি শীতের দাপটও অটুট রয়েছে দিল্লিতে। রবিবার সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট চত্বরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়।কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। দেরিতে ওঠানামা করেছে বেশ কিছু বিমানও। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, রবিবার জাতীয় রাজধানী ও উত্তর ভারতে ঘন কুয়াশার কারণে মোট ২৫টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে।

ইন্ডি জোটকে তোপ গিরিরাজের, বললেন এই লোকজন শুধু দেশের নিন্দা করে

পাটনা, ১২ জানুয়ারি ঃ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। গিরিরাজ বলেছেন, এই লোকজন শুধু দেশের নিন্দা করে। রবিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে ইন্ডি জোট তৈরি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি এই লোকজনের কারও নেই, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের চিন্তা করেন। এই লোকজন দেশের বাইরে দেশের নিন্দা করে। এটা স্বাভাবিক যে স্বার্থপর লোকেরা যখন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মহারাষ্ট্রে পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু, গ্রেফতার চালক

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি ঃমহারাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে।শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিড জেলার পারলিতে মীরবাত জংশন এলাকায়। দুর্ঘটনায় সাঁওদানা গ্রামের প্রধান অভিমন্যু ক্ষীরসাগরের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার রাতে গ্রাম-প্রধান পারলিতে নিজের বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মীরবাত জংশনের কাছে একটি টেম্পো তাঁর বাইকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার পর থেকে টেম্পো

ভারতের যুবশক্তি দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ ভারতের যুবশক্তি দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, যারা তথ্য অন্বেষণ করেন, তাঁরা ভাবতে পারে যে এটি অসম্ভব। কিন্তু, আমি জানি এটি একটি বিশাল লক্ষ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগে যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভবিষ্য ভারত নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। অনেকের সঙ্গে কথা

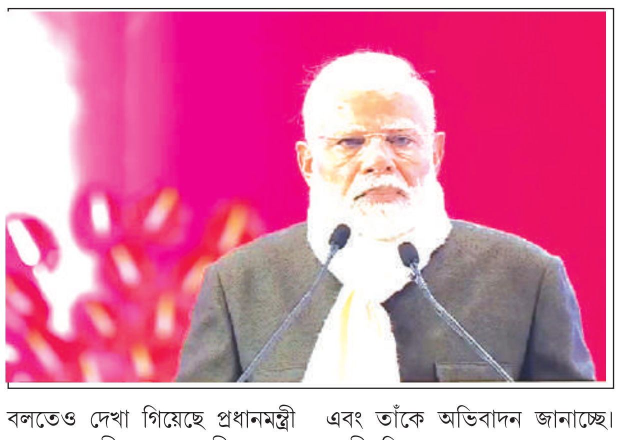

বলতেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, আজ গোটা দেশ স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করছে এবং তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের দেশের যুব সমাজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। স্বামীজি বলতেন, তরুণ প্রজন্মের প্রতি, নতুন প্রজন্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। বিবেকানন্দ জির যেমন বিশ্বাস ছিল, তেমনই বিবেকানন্দের কথায় আমার বিশ্বাস আছে। তিনি ভারতের তরুণদের জন্য যা কিছু ভেবেছেন এবং বলেছেন, তাতে আমার অন্দ বিশ্বাস আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বড় লক্ষ্য স্থির করা এবং অর্জন করা শুধু কোনও একটি সরকারি যন্ত্রের কাজ নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের এতে যোগদান করা আবশ্যক। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে যোগ দিয়েছে। 'বিকশিত ভারত'-এর মালিকানা শুধু আমার নয়, আপনারও।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১২ জানুয়ারিঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে ।

ভারতের চেতনা সূর্য, মানবতার পূজারী, যুব আইকন - বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃঅন্ধকারের উৎস থেকে উসারিত আলোর মতো যার আবির্ভাব এই ধরাধামে, যিনি বৈরাগ্যের আধার, ত্যাগ ও সাধনার মূর্ত প্রতীক, যিনি শুধু দেশ নেতাই নন -যিনি নিজেই সমগ্র ভারতবর্ষ, ভারতের চেতনা সূর্য, যিনি মানবতার পূজারী-তিনি হলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।যুগের অন্ধকার দূরীভূত করে মানবজাতির ভাগ্যাকাশে তিনিই মুক্তি সূর্য। যুগ যুগ ধরে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এই যুগ পুরুষ সম্পর্কে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আগ্রহ ও বিস্ময়.প্রকাশ করে চলেছে। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি ও বিশ্বধর্মের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়।বিবেকানন্দ১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উসবের সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার সিমলা অঞ্চলে এক বাঙালি কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি ঘোষণা করেছিলেন- ভারতের মাটি আমার স্বর্গ এবং ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ।তাঁর বিখ্যাত বাণী- জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হল- আমি বিশ্বাস করি যে,কেউ কিছু পাওয়ার উপযুক্ত হলে জগতের কোনো শক্তি তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।স্বামী বিবেকানন্দ একজন যুব আইকন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীকে সম্মান জানাতে ১২ ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিবেকানন্দের শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী আমাদের সকলের কাছে বিশেষ করে ছাত্র যুব সমাজের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা সমূহ দেশের যুবশক্তিকে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সঠিক দিশা প্রদান করে। এই নীতিতে ভারত সরকার ১৯৮৪ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১২ ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হবে। জাতীয় যুব দিবসে জাতির ভবিষ্যত গঠনে যুবকরা যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই দিন স্বামী বিবেকানন্দে কালজয়ী বার্তাগুলি প্রজন্মের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে । তরুণ মনকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।জাতীয় যুব দিবসে শুধুমাত্র বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই নয়। বরং যুবকদের জন্য জাতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান। তাঁর জন্মদিনে উদযাপিত জাতীয় যুব দিবস তরুণদের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নেতৃত্ব দিতে অনুপ্রাণিত করে। বিবেকানন্দের দর্শন ও শিক্ষা যুব শক্তিকে জাগ্রত করে। তাঁর চিন্তাধারা তরুণদের সাফল্যের মূল মন্ত্র। তিনি সমাজতান্ত্রিক ভারতের মন্ত্র গুরু। আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক।

সততা দেখালেন তিন বন্ধু লাখ টাকা কুরিয়ে পেয়ে মঙ্গলকোটের থানায় জমা দিলেন

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃ টাকা - পয়সার জন্য হামেশাই খুনোখুনি হয়।চুরি - ছিনতাই- রাহাজানি সবই এই অর্থ কে ঘিরে। সেখানে লাখ টাকা সুবর্ণ আত্মসারে সুযোগ থাকলেও সততার নজির দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে মঙ্গলকোটের বেবুচা গ্রামের তিন বন্ধু এক লক্ষ টাকা কুড়ি পেয়ে জমা দিলেন মঙ্গলকোট থানায়।তা প্রকৃত মালিক কে ফিরিয়ে দিলেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ। স্থানীয় জানা গেছে, ভাতারের বলগোনা বাজার থেকে এক লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল মঙ্গলকোটের বেবুচা গ্রামের তিন জন। তারা একে অপরের বন্ধু।তাদের নাম জাহির হোসেন মন্ডল, রাজা মন্ডল ও অহিত মল্লিক।এই তিনজন মঙ্গলকোট থানায় গিয়ে লাখ টাকা জমা দেয়। মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন

ঘোষের তৎপরতায় সেই টাকা প্রকৃত মালিক কে ফেরত দেওয়া হল গত শুক্রবার রাত্রে। হারিয়ে যাওয়া লাখ টাকার প্রকৃত মালিকের বাড়ি মঙ্গলকোটের বেলগ্রামে। তার নাম শেখ রফিকুল আলম।ওই ব্যক্তির বলগনা বাজারে স্টেশনারি দোকান রয়েছে। শেখ রফিকুল আলম জানান, - গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সময় দোকান বন্ধ করে সমস্ত টাকা হিসাব করে একটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিই। মনের ভুলে ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে নিই। কিন্তু ভুলবশত সেই ব্যাগটি বলগোনা বাজারে পড়ে যায়''। তিনি ভেবেছিলেন টাকার ব্যাগটি দোকানে আছে। গত শুক্রবার সকালে তিনি যখন দোকান খুলেন, তখন দেখতে পান ব্যাগটি নেই।তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও সেই লাখ টাকা রাখা ব্যাগ পাননি।গত বৃহস্পতিবার ওই তিন বন্ধু যখন টাকার ব্যাক কুড়ি পান, তখন স্থানীয় বেশ কয়েকজনকে জানিয়ে যান যে টাকা তারা মঙ্গলকোট থানায় জমা করে দেবেন।এরপর তাদের মারফতে যোগাযোগ করে মঙ্গলকোট থানায় আসেন রফিকুল বাবু।তিনি সঠিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে টাকা নিয়ে যান। টাকা তুলে দেয় মঙ্গলকোট থানা।মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ ওই তিন বন্ধুর প্রশংসা করেন বলেন -এখনও সমাজে স মানুষ আছেন। তারা টাকাটা জমা দিয়ে গেল থানায় এবং প্রকৃত মালিক ফেরত দেওয়া হয়েছে । ওই তিন বন্ধু জানিয়েছেন - ওই অর্থ প্রকৃত মালিক কে পৌঁছাতে পেরে আমরা মানসিকভাবে তৃপ্ত ।

প্রয়াগরাজে ভক্ত সমাগম, মহাকুম্ভের আগেই ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান পুণ্যার্থীদের

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ। সমাগম হয়েছে বিপুল সংখ্যক ভক্তের। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। তার আগে রবিবারই প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিলেন ভক্তরা। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই আস্থার ডুব দিয়েছেন।পুণ্যস্নানের পর এক ভক্ত বলেছেন, এখানে খুব ঠান্ডা, কিন্তু আমরা অনেক উপভোগ করছি। সারা দেশ থেকে ভক্তরা এখানে আসেন। আমি খুব খুশি যে আমি এই সুযোগ পেয়েছি। আরও একজন বলেছেন, সনাতন আমাদের এই ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি দেয়। আমরা প্রয়াগরাজে পবিত্র ডুব দিয়েছি।

স্বামীজির আদর্শ সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেঃসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, আমি মনে করি, বিশ্ব শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীজির আদর্শ ও দর্শন সাম্প্রতিক সময়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হযে.উঠেছে। এই সময়ে দেশে যে পরিস্থিতি রয়েছে তা কেবল স্বামীজির আশীর্বাদ এবং দর্শনের মাধ্যমেই কাটিয়ে উঠতে পারে।তিনি আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এক ডলার ৮৪ টাকা ছাড়িয়েছে। তাই টাকার মান ক্রমশ কমছে এবং জিডিপি কমছে। ভারতীয় মুদ্রার মান বিশ্ব মুদ্রা বাজারে সর্বনিম্ন পরিমাণের দিকে যাচ্ছে। তাই আমাদের সকলের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। ডঃ মনমোহন সিং আমাদের দেখিয়েছেন অর্থনীতি কি, উদারীকৃত অর্থনীতি কি।দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমাদের ১০০ শতাংশ মতামত হল, শুধুমাত্র এএপি দিল্লির জনগণের জন্য সর্বোত্তম করতে পারে। আমি জনগণকে এএপি-কে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করব। অন্যদিকে জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সুকান্ত

মজুমদার বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ভারত এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার রবিবার সকালে কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর ১৬৩-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। স্বামীজীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সুকান্ত।পরে তিনি বলেছেন, আজ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩-তম জন্মবার্ষিকী। আমরা সবাই এই উপলক্ষ্যে এখানে এসেছি। আমরা এখানে একটি ছোট ম্যারাথন করব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। আগামী সময়ে ভারতের যুবসমাজ শুধু ভারতকেই নয়, সারা বিশ্বকে নতুন আকার দেবে। আমাদের যুবসমাজের মধ্যে রয়েছে বিশ্বকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা।

তারুণ্যের জন্য তিনি চিরন্তন অনুপ্রেরণা, স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানঃদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ১৬৩-তম জন্মজয়ন্তীর স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানিয়েছেন, শক্তিশালী ও উন্নত ভারত তৈরিতে স্বামীজির স্বপ্ন পূরণ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাই। তারুণ্যের জন্য একটি চিরন্তন অনুপ্রেরণা, তিনি তরুণদের মনে আবেগ এবং উদ্দেশ্য জাগিয়ে চলেছেন। আমরা একটি শক্তিশালী এবং উন্নত ভারত তৈরিতে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেজরিওয়াল শুধু প্রতিশ্রুতি দেন, প্রশ্ন করলেই বিভ্রান্ত করেনঃহরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী। তিনি বলেছেন, কেজরিওয়াল শুধু প্রতিশ্রুতি দেন, আর প্রশ্ন করলেই বিভ্রান্ত করেন। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, ২০২০ সালে, আমি মনে করি ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল। ১৯ জানুয়ারি অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, দিল্লিকে হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তার

থেকে মুক্ত, সকলের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি স্কুল, মেট্রো নেটওয়ার্ক ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি, মহিলা এবং ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বাস সহ ১০টি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। অথচ এখন যমুনা নদী নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে ৫০০ গুণ বেশি দূষিত। লোকজন এসে এই ধরনের বক্তব্য দেয় এবং যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, তারা দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে চালু হবে বাড়তি মেট্রো

কলকাতা,১২জানুয়ারিঃযাত্রীর চাপ কমাতে মেট্রো কর্তৃপক্ষের নতুন সিদ্ধান্ত। বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা। খুশি যাত্রীরা। শনিবার মেট্রোর তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে চালু হবে বাড়তি মেট্রো। সকাল ও বিকেলে অফিস যাতায়াতের সময়ে আপ ও ডাউনে মোট ১৪ টি বাড়তি মেট্রো চালানো হবে। তবে শুরু ও শেষ মেট্রোর সময় প্রায় অপরিবর্তিতই থাকছে। কলকাতা মেট্রোর নয়া বিজ্ঞপ্তিতে খুশি নিত্যযাত্রীরা। স্বাভাবিক কারণেই ভিড় থেকে কিছুটা রেহাই পাবে মেট্রো যাত্রীরা।মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা - এই ব্যস্ত সময়ে নোয়াপাড়া ও কবি সুভাষের মধ্যে সাত জোড়া বাড়তি মেট্রো চলবে। এই সময়ে আপ ও ডাউনে ৬ মিনিট পরপর মিলবে পরিষেবা। তাতে ভিড়ের চাপ বেশ কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের। আপাতত ১৩ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বাড়তি ১৪টি মেট্রো চালানো হবে। এই সময় মেট্রো থাকে ভিড়ে ঠাসা। এর ফলে ভিড় কিছুটা কমবে।

ঝাড়খণ্ডে একই পরিবারের দুই বোন নিখোঁজ, তদন্ত পুলিশের

রাঁচি, ১২ জানুয়ারি ঃ হিন্দপিঢ়ি এলাকা থেকে একই পরিবারের দুই বোন নিখোঁজ। জানা গেছে, রাঁচির কাঁটাটোলি চকের মঙ্গল টাওয়ারের কাছে আধার কার্ড সংশোধন করতে গিয়েছিলেন দুই বোন। সেই সময় তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শনিবার রাতে পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবারের দাবি, অটোতে ওঠার সময় দুই বোনের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে তাঁদের অপহরণ করা হয়েছে।নিখোঁজ দুই বোনের নাম রেহনুমা প্রবীণ (২০) এবং আমরিনা আসগর (১৮)।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, এই ঘটনায় পুলিশ প্রযুক্তি শাখার সহযোগিতায় তাঁদের সন্ধান করার চেষ্টা করছে। নিখোঁজ দুই বোনের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন রাঁচির ওরমাঞ্জি এলাকায় পাওয়া গেছে। তাঁদের সন্ধান পেতে পুলিশ

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিস্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৬ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১১ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৭ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

গঙ্গাসাগর মেলার শুরুতেই রবিবার অসুস্থ দুজনকে পাঠানো হলো কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর,১২ জানুয়ারিঃ শুরু হয়ে গেছে এবছরের গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতিবছর দেশ বিদেশের বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে এই মেলায়। বহুদিন আগে থেকেই সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন। আর রবিবার মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুই পুণ্যার্থী। তাঁদের দুবার এয়ার লিফট করে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়। তাঁদের দুজনকেই এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। গঙ্গা সাগর মেলায় রবিবার প্রথমে ঠাকুর দাস নামে বছর সত্তরের এক বৃদ্ধকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তিনি এসেছেন উত্তরপ্রদেশের বড়সনি থেকে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হেলিকপ্টার এম্বুলেন্সে পাঠানো হয় হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে। সেখান থেকে ভর্তি করানো হয়েছে কলকাতার এম আর বাঙ্গুরে পরে, এদিন দুপুরে মহারাণী মন্ডল নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় হাওড়ায়। ক্যানিং-এর উওর তালদিঘির বাসিন্দা মহারানীকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দ্রুত এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঠান্ডা ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণের আগেই পুণ্যার্থীদের ভিড়ে জমজমাট পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর। ঠান্ডা রয়েছে, শীতে জবুথবু সাগরে আসা পুণ্যার্থী ও সাধু-সন্তরা।

এবারের মেলায় বিদেশ থেকে প্রচুর ইসকন ভক্ত এসেছেন। গতকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সাগর প্রবচন ও সাগর আরতি। ১৫ তারিখ পর্যন্ত এগুলি চলবে। এবারে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ থাকায় ভিন রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী সাগর স্নান সেরে মহাকুম্ভে রওনা দিচ্ছেন। মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি, মনস্কামনা পূরণে গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। সাগরে স্নানের পাশাপাশি, কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেবেন তাঁরা। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর ও আশপাশের এলাকা। একাধিক পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। আকাশপথে ও জলপথে চালানো হচ্ছে নজরদারি। বিদেশি ভক্তদের হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠেছে সাগরমেলা।

বেশকিছু সাবওয়ে তৈরীর দাবিতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে মন্ত্রী ও বিধায়কের মহা মিছিল

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর হুগলি, ১২ জানুয়ারিঃ রবিবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে বাড়ুইপাড়া রেল সাবওয়ে ও শ্যামপুর রেল সাবওয়ে এর দাবী দীর্ঘদিনের রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে মহামিছিল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দ মোহন ঘোষ, জেলা সংখ্যালঘু সেলে চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার সহ সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধি। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না বলেন আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি বেশকিছু সাবওয়ে তৈরি করে দিতে হবে কারণ ওই বারুইপাড়া শ্যামপুর

ডানকুনি সহ বেশ কিছু এলাকায় ঘন জনবসতিপূর্ণ তার মধ্যে দিয়ে রেল লাইন গিয়েছে। সাধারণ মানুষ পারাপার করতে খুব অসুবিধা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করে শুধু তাই নয় ওই এলাকার মানুষজনের চাষ করতে গেলে রেললাইন পার হয়ে চাষ করতে যেতে হয় । পদে পদে জীবনের ঝুঁকি থেকে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা যখন রেললাইন পার হয় রেললাইনের একদিকে মায়েরা দাঁড়িয়ে থাকে অপর পাড়ে স্কুলের শিক্ষকদের দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রেললাইন পার করে দিতে হয় রেলকে বলা সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ কোনো কর্ণপাত করেনি আমরা এর মধ্যে ডানকুনিতে সাব ওয়ের দাবিতে মহা মিছিল ও পদযাত্রা এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে জনসমাবেশ করব।

তারপর আরেকদিন ডিআরএম এর কাছে ডেপুটেশন দেবো রেল লাইনের উপর অনেক ট্রেন বেড়েছে ট্রেনের গতি বেড়েছে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে রেল সমস্যার সমাধান করেনি ।

নেই কোনো সাবওয়ে রেল একবারও ভাবেনি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা তাই আমাদের এই আন্দোলন সাধারণ মানুষকে নিয়ে।

বাকবিতণ্ডার মাঝেই গুলি চালিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১২ জানুয়ারিঃ বাকবিতণ্ডার মাঝেই গুলি চালিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। গুলিতে আহত এক মহিলা-সহ দুই। বাড়ির সামনে কেন নোংরা করা হয়েছে সামান্য কারণে বচসা। আহতরা হলেন সুরজিৎ বসু (৩২), নমিতা বসু (৫৫)। দু'জনকেই চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সাহাগঞ্জ এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। সাহাগঞ্জ ঝাঁপপুকুর এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ বসু তাঁর পোষা হাঁসের জন্য বাড়ির সামনের পুকুর থেকে গুগলি তুলে পুকুরের পাড়ে ধুচ্ছিলেন। সুরজিৎ বসুর পাশের বাড়িতেই থাকেন প্রতিবেশী সুনীল দেবনাথ। পুকুরের পাড় নোংরা হচ্ছে বলে সুরজিৎ-এর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেন সুনীল। অভিযোগ, নিজের কাজের পর জায়গাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা জানালেও সুরজিৎ-এর সঙ্গে বচসা চালাতে থাকেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয়দের দাবি, ছেলেকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে দেখে ছুটে আসেন সুরজিৎ-এর মা নমিতা দেবী। বচসার মাঝেই সুরজিৎকে ধাক্কা মেরে পুকুরে ফেলে দেন অভিযুক্ত। সেই সময়ে ঘর থেকে একটি দোনলা বন্দুক এনে মা ও ছেলেকে লক্ষ্য করে গুলি করেন অভিযুক্ত। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দু'জনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্দুকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ফের ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, তবুও শীতের আমেজ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ, তাপমাত্রা বাড়ল দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। তাপমাত্রা বাড়লেও রবিবারও শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, রবিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা, সেই মতো রবিবাসরীয় ছুটির দিন চড়ল তাপমাত্রার পারদ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য এই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা। ফলে, জাঁকিয়ে শীত নাও থাকতে পারে পৌষ সংক্রান্তিতেও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। কালিম্পংও সামান্য ভিজতে পারে সোমবার। দার্জিলিঙে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

নিহত তৃণমূল নেতার স্মরণসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জানুয়ারিঃ নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের খুনের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে আজ ছিল স্মরণসভা। স্মরণসভায় এক মঞ্চে শাসক বিরোধী। কয়েক মিনিটের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার কে স্মরণ করলো শাসকবিরোধির নেতা নেত্রী এবং মন্ত্রীরা। আজ মালদা শহরের পল্লীশ্রী ময়দানে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আর এই মঞ্চেই নিহত তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে উপস্থিত হয়েছিল রাজ্যের শাসকদল এবং বিরোধী শিবিরের নেতাকর্মীরা।

এক মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বৈশানুর চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন,রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ,বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, চন্দনা সরকার,সমর মুখোপাধ্যায়, আব্দুর রহিম বক্সী, নীহাররঞ্জন ঘোষ ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদার পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ থেকে শুরু করে জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কালি সদন রায় এবং বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি পার্থসারথী ঘোষরাও। কয়েক মিনিটের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায় শাসক এবং বিরোধী শিবিরের নেতা মন্ত্রীদের। উল্লেখ্য ২ তারিখের সকালে নিজের ওয়ার্ডেই নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকার।

আর এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেন স্মরণসভা করার তার নির্দেশে ই আজ এই স্মরণ সভা। বাবলা সরকারের প্রতীকৃতিতে মাল্যদান করে নীরবতা পালন করে এই স্মরণসভা করা হয়।

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বিভিন্ন জায়গায় সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হলো। জামালপুর ব্লক অফিসে সকালেই বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য দান করেন বিডিও পার্থ সারথী দে ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্য দান করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, কার্যকরী সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। বেরুগ্রাম আচার্য্য গিরিশ চন্দ্র বসু বিদ্যাপীঠেও বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ মালিক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বিবেক সংহতি পদযাত্রা হাওড়ায়

হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ অরূপ রায়ের নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবসে রবিবার বিকেলে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিবেক সংহতি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। এদিন হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত ওই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এর সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সৃষ্টিধর ঘোষ, শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই, মল্লিকা রায়চৌধুরী, মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের বিবেক সংহতি পদযাত্রায় তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পদযাত্রায় ছিল বর্ণাঢ্য ট্যাবলো, বাদ্যদল, নৃত্যানুষ্ঠান। এদিন অরূপ রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে স্বামীজীর আদর্শই আমাদের পথ। স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর আদর্শ গ্রহণ করে আগামী দিনের যুব সমাজ গড়ে উঠুক। এদিনের কর্মসূচির বিষয়ে মধ্য হাওড়ার তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ আরও নিবিড়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই মন্ত্রী অরূপ রায়ের নির্দেশে প্রতি বছর মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস বিবেক সংহতি পদযাত্রা ১২ই জানুয়ারিতে আয়োজন করা হয়।

ধৃত ২ বাংলাদেশির জেল হেফাজত

বারাসাত, ১২ জানুয়ারিঃ দত্তপুকুর থেকে দুই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করে রবিবার বারাসাত আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। দত্তপুকুর থানার পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে নুরুল ইসলাম ও শেখ রফিকুল ইসলাম নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে। তদন্তে জানা গেছে, তারা দুজনই বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং ভুয়ো নথি তৈরি করে দীর্ঘদিন ধরে দত্তপুকুর এলাকায় বসবাস করছিলেন। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে।

গরু চুরির অভিযোগে মেমারিতে গনপিটুনিতে মৃত ১, গ্রেপ্তার ৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ জানুয়ারিঃ গরু চুরি করার চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনিতে মৃত্যু র হল একজনের। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারী থানার মেরুয়া গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শনিবার মধ্যেরাতে অন্ধকারে সুযোগ নিয়ে গ্রামে গাড়ি নিয়ে গরু চুরি করতে এসেছিল কয়েকজন। কিন্তু গভীর রাতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ঘোরাঘুরিতে সজাগ হয়ে যায় গ্রামবাসীরা। তাদের বুঝতে দেরি হয়নি সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা গরু চোর, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরতে তাড়া করে সকলে। তাড়া খেয়ে গরু চুরি না করে বাকিরা পালাতে সক্ষম হলেও ধরা পরে একজন। তাকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই রবিবার ভোড়-রাতে মেমারী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত ব্যক্তি কে চিকিৎসার জন্য দ্রুত মেমারী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু সেখানের চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। রবিবারই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এখন পর্যন্ত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। উত্তেজিত জনতার রোষের মুখে পরেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। এস.ডি.পি.ও(সদর) অভিষেক মন্ডল জানিয়েছেন, গনপিটুনির ঘটনায় এলাকাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করেছে মেমারী থানার পুলিশ। গণপিটুনির ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে তিনজন কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠানো হবে । এখন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি, মৃত ব্যক্তি ও তার সাথীরা গরু চুরির উদ্দেশ্যে গ্রামে এসেছিল তা নিয়ে কোন সংশয় নাই বলে জানান তিনি। ইতিমধ্যে মেরুয়া গ্রামে থমথমে পরিবেশ, গ্রামে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেরুয়া গ্রামে আগে কয়েকবার গবাদি পশু চুরির অভিযোগ উঠে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশকে চুরির অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। তাই তারা গবাদি পশু পাহারা দিতে রাতে নিজেরাই সজাগ থাকতেন। শনিবার মধ্যেরাতে ওই গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে গরু চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল চোরেরা। গ্রামবাসীদের তাড়ায় বাকিরা পালাতে সক্ষম হলেও একজন ধরা পরে যায়। ধরা পরা ব্যক্তি কে ধরে ফেলে গনপ্রহার দেয় গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য, ২০২৩,সালের ২৩ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের তুরুক-ময়না গ্রামে গরু চুরি অভিযোগ ওঠে। সেখানেও গভীর রাতে গোয়ালে গাড়ি নিয়ে গরু চুরি করতে আসে বেশ কয়েকজন গরু চোর। অবশেষে চুরি করে না পেরে গ্রামবাসীদের গনপিটুনিতে মৃত্যু হয় দুই চোরের। এই গরু চুরির ঘটনা কিন্তু মাঝে মধ্যেই ঘটছে বিভিন্ন এলাকায়। রাতেই গরু চোরেরা সক্রিয় হয়ে গরু চুরি করতে বেরোয়। রাতে পুলিশের পর্যাপ্ত টহলদারীর অভাবেই কি গরু চোরেরা গ্রামে ঢুকে গরু চুরির সাহস পাচ্ছে? প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারকে টাই ব্রেকারে পরাজিত করে সকার কাপ বিজয়ী আজাদ হিন্দ ক্লাব

নবদ্বীপ, ১২ জানুয়ারিঃ প্রথমবার ফাইনালে পৌঁছেই বাজিমাত নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাবের। প্রত্যাশানুযায়ী প্রথম থেকেই টানটান উত্তেজনাময় ফাইনাল ম্যাচে বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারকে টাই ব্রেকারে ৫-৪ গোলে পরাজিত করে দশম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ বিজয়ী হল নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাব। নির্ধারিত সময় কোনও দলই গোল করতে না পারায় খেলার নিস্পত্তি ঘটানোর জন্য টাই ব্রেকারের সাহায্য নেয় সকার কাপ কমিটি। এদিন স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দুটি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি বিনিময় করে খেলার সূচনা করেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ ও বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা,ঝিলিক সিরিয়াল খ্যাত অভিনেত্রী শ্রীতমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। রবিবার বিকেলে নবদ্বীপ পুরসভার ব্যবস্থাপনায় ও মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমি পরিচালনায় বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজিত একটি জমজমাট ফাইনালে দেশীয় ফুটবলার নিয়ে দল গঠন করা প্রতিপক্ষ পূর্ব বর্ধমানের বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারকে টাই ব্রেকারে ৫-৪গোলে পরাজিত করে প্রথমবার সকার কাপ বিজয়ী হল দেশি বিদেশী খেলোয়াড় সমন্বয়ে দল গঠন করা নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাব। পরাজিত হলেও স্টেডিয়ামে উপস্থিত অধিকাংশ দর্শকদের মন জয় করে নেয় বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড়েরা। দশম বর্ষ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপের সুচনা হয়েছিল নৈশলোকে ২০২৪ সালে ২৬ নভেম্বর। সূচনাকালকে স্মরণীয় করতে আয়োজকের পক্ষ থেকে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার বিকেলে দশম বর্ষ সকার কাপের ফাইনাল ম্যাচটি দেখতে বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি ক্রীড়া প্রেমী দর্শক। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে ফাইনাল খেলাটি জমে ওঠে। প্রথমার্ধের শুরুতেই একাধিক বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা আজাদ হিন্দ ক্লাবের চার্লসের নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পরবর্তীতে খেলাটি ধরে নেয় বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টার। দ্বিতীয়অর্ধে একতরফা প্রাধান্য রেখে প্রতিপক্ষ আজাদ হিন্দ ক্লাবের রক্ষণে আক্রমণের পর আক্রমণ চালালেও বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রফি অধরাই রয়ে যায়। প্রথমবার সকার কাপের ফাইনালে পৌঁছে ট্রফি জয়লাভে উল্লাসিত নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাবের সমর্থকেরা। ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট হন বিদ্যানগর ফুটবল কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড় ঋত্বিক রাউত। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন আজাদ হিন্দ ক্লাবের বিদেশী খেলোয়াড় ফ্রেডো।

জলের ট্যাঙ্কের মাথায় মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক

হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ জলের ট্যাঙ্কের মাথায় নজর এড়িয়ে উঠে পড়লেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক। রবিবার দুপুরের ঘটনা। জানা গেছে, হাওড়ার দাসনগরে ওই ঘটনা ঘটে। সকলের নজর এড়িয়ে জলের ট্যাঙ্কের মাথায় উঠে পড়েন মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে সিটিআই বাজারে। ওই যুবককে এলাকার বাসিন্দারাই প্রথমে দেখতে পান। থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর নাগাদ সকলের নজর এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে সটান ট্যাঙ্কের উপর উঠে পড়েন ওই যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশের আধিকারিকরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় ওই যুবককে নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের পরিচয় জানা গেলে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ডোমজুড়ের দড়ি তৈরির কারখানায় গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ৭টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন

হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ ডোমজুড়ের দড়ি তৈরির কারখানায় গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ৭টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন। হাওড়ার ডোমজুড়ে ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রবিবার সকাল ১০-২০ মিনিট নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডোমজুড়ের সলপে পাকুরিয়া ব্রিজের কাছে একটি দড়ি তৈরির কারখানার গোডাউনে এদিন হঠাৎই আগুন লাগে। কি কারণে আগুন লেগেছিল তা জানা যায়নি। প্রায় ৬ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট গোডাউনটিতে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। সেই সময় গোডাউনে কর্মীরা কাজ করছিলেন। গোডাউনের দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল গোডাউনের শেড সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। দেওয়ালে ফাটল ধরে যায়। গোটা কারখানা আগুনে ভস্মীভূত হয়। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু

কারখানার ঢোকার রাস্তা ছিল ঘিঞ্জি। সেই কারণে দমকলের গাড়িকে কারখানায় ঢুকতে সমস্যায় পড়তে হয়। অগ্নিদগ্ধ কারখানার পাশে আরো কয়েকটি কারখানা এবং বসতবাড়ি আছে। ফলে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। টানা কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে।

জেজুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচনের মাধ্যমে স্বামীজি স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল,নববারাকপুর, ১২ জানুয়ারিঃ বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে হরিপালের জেজুর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচন করলেন আটপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী বশিষ্ঠানন্দজি মহারাজ। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, জেজুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডক্টর সভ্যসাচী সিনহা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজসেবী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এরই সাথে সাথে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আজ একটি জলসত্ত্বের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং তার বাণী আমাদের সকলকে অনুসরণ করে চলতে হবে, স্বামীজি বলতেন শরীরকে সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরী,তবেই ধর্ম, লেখাপড়া, সাংসারিক কাজ, সংস্কৃতিক চর্চা সহ সমস্ত বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই মন্ত্রী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চার উপর গুরুত্ব দেন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন স্বামীজি, নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন কারণ তিনি জানতেন নারীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন স্বামীজি জীব সেবার উপর গুরুত্ব দিতেন। কারণ তিনি জানতেন জীব সেবাই হল ঈশ্বরের সেবা। তাই মানুষকে ভালবাসতে হবে তার কথাতেই বলা যায় জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মন্ত্রী বেচারাম মান্না, স্বামীজীর এই মূর্তির উন্মোচনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজকের এই স্বামীজী স্মরণ সভা কে অন্য মাত্রা এনে দেয়।

অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে রবিবার সকালে নব বারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে এবং ১৪ নং ওয়ার্ডে স্বামী বিবেকানন্দের দন্ডায়মান মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নীতা দে, কুন্তলা সাহা, পুরসভার বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা সহ পুরসভার কর্মীরা।

এরপর পুরসভা প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, বড় বাবু সহ পুর কর্মচারীরা। পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দিনটি পালন করা হয়। পুরসভার ৩নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে চন্দ্র পল্লী এলাকায় কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনার পাশাপাশি প্রীতি শীতবস্ত্র উপহার প্রদান করা হয় ।দুপুরে নববারাকপুর থানার উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদার সাথে দিনটি পালন করা হয় থানা প্রাঙ্গণে।

বিবেকানন্দের প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ আধিকারিকরা, পুলিশ কর্মীরা ও উপস্থিত মানুষরা। এরপর থানা চত্বর লাগোয়া পথচারী ভবঘুরে অসহায় ফুল ও ডাব বিক্রেতা দের হাতে প্রীতি শীতবস্ত্র চাদর উপহার প্রদান করা হয় থানার পক্ষ থেকে। একটি শীতের চাদর পেয়ে দুঃস্থ মানুষেরা যার পর নেই বেজায় খুশি ও আনন্দিত। থানার মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন ফুল ও ডাব বিক্রেতারা।

বার সুন্দরবনের মৈপীঠে জোড়া বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১২ জানুয়ারিঃ সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠের মানুষের সঙ্গে দক্ষিন রায়ের লুকোচুরি খেলা চলছে। বাঘের আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না তাদের। আবারো বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেল গ্রামবাসীরা মৈপীঠে। এবারে জোড়া পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। বার বার লোকালয়ে বাঘ।এবার মৈপীঠের বৈকন্ঠপুর। কয়েকদিন আগে, ৬ নম্বর বৈকন্ঠপুর বাঘের আতঙ্কে ঘুম চলে গিয়েছিল গ্রামের মানুষের।

আবারো মৈপীঠে লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে এবার দেখা গেলো জোড়া বাঘের পায়ের ছাপ। রবিবার সকালে কুলতলির মৈপিঠ গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন

লোকালয়ের জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। খবর দেওয়া হয়েছে বনদফতরের রায়দীঘি রেঞ্জের চিতুরি বিট অফিসে। স্থানীয়দের দাবি দুটি বাঘ ঠাকুরান নদী পেরিয়ে এদিন লোকালয়ে এসেছে। কিভাবে এই বাঘ বারবার লোকালয়ে আসছে সেটাই বড় প্রশ্ন স্থানীয় এলাকার মানুষজনের। কিভাবে বারবার ঘটছে বাঘের এই আগমন। বাঘের লুকোচুরি খেলা। স্থানীয় মানুষ জন বলেন, উত্তর বৈকুণ্ঠপুরের বাঘ আদৌ কি নিজের জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল তো নাকি জঙ্গলে গিয়ে আবার বেরিয়ে নদী পার হয়ে মৈপীঠ বৈকন্ঠপুর চলে এসেছে।

জঙ্গলের বাঘ কেন নিজের জঙ্গল ছেড়ে বারবার চলে আসছে লোকালয় সংলগ্ন বনে। বন দফতরের চিতুরি বিট অফিসের বন কর্মী সহ, টাইগার টিমের সদস্যরা এলাকায় আছে। পাতা হয়েছে নাইলনের জাল। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বাঘ এলাকায় আছে নাকি জঙ্গলে ফিরে গেছে। তবে ঘটনা যাই হোক আতঙ্ক কিন্তু রয়ে গেছে এলাকার মানুষের মনে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৪ সংখ্যা, সোমবার ২৮ পৌষ, ১৪৩১

শীতকালের ভোজন বিলাস

শীত বিলাস। বাপু রাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে আয় বাবা দেখে যা দুটো সাপ রেখে যা। শীতের এই সব ছোটবেলার ছড়াগুলো বেশ কাজ দেয় ভাবছেন শীতের সাথে ছড়ার সম্পর্ক কি, আছে মশাই। যখন সকাল সকাল স্নান পুজো সারতে হয়, গরম জল হলেও স্নানের সময় মনে হয় পলাশীর প্রান্তরে এক দিক প্রস্তুত সৈনিক, ওই ছড়াগুলো একদা এই সব বিষয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন লাভ করে। রবীন্দ্র নাথ সুখে দুঃখে দোসর হলেও শীতের সকালে এই সব বেশ শীতের আন্তরিক ওষুধ। পৌষের শীতের কামড়ে কদিন বেশ জুবুথুবু শহর থেকে শহরতলী, শহরে শীত আসে ক্যাফের গরম ক্যাপেচিনো চুমুক কিংবা কম্বলের আলোতে সোহাগ মেখে,রাস্তা যাদের ঠিকানা উলঙ্গ শিশুর সেই প্রশ্নের কথা মনে করিয়ে দেয় - রাজা তোর কাপড় কোথায়? যাক বলতে গেলে বলবে যে যার ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, সত্যি ভাগ্য নামক জিনিসটা ভারী গোলমেলে, কখনো আবার বিরাট বিরাট পাথর ঝুলিয়ে তাকে পরিবর্তন করা যায়। সে তো ভাগ্যবান দের ভাগ্য পরিবর্তন এর হালহকিকত। যাক তবে শীতটা না পরলে মনে হয় ভালো, সেই সব শিশুর আর প্রৌঢ় দের ভাবা দেখেই। তবে পৌষের শেষ শনিবার মহাশয়া তো ভাতে ইতি টেনেছেন তবে তাও সুগার উর্ধ গগনে বাজে মাদল,ডাক্তার বাবু এখন পনেরো দিন কড়া নজরদারি তে রাখতে বলেছেন,প্রয়োজনে নার্সিং হোম এ ভর্তি করতে, তবে মহিলা কি খাবেন তাকে সেটা খাওয়াতে। অনেক জিজ্ঞেস করে অবশেষে বললেন একটা মটরশুঁটি কচুরি খাবো, দুধ পনির দিয়ে। তাই সকাল সকাল মটরশুঁটি কচুরি আর দুধ পনির আয়োজন। তবে মটরশুঁটি কচুরিগুলো নিখাদ গোল না হওয়ায় কারণ নিখাদ ঠান্ডা দুধ পনির এর একটা ইতিহাস আছে, মূলত ইতিহাস এর ছাত্রী তাই সবেতেই ইতিহাস খুঁজি। বাড়িতে এক সময় শুধু মাত্র বাঙালি খাওয়া দাওয়া নয় উৎসব অনুষ্ঠানে যেহেতু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ অতিথি ব্যবসায়িক সূত্রে কেউ জৈন। বর্ধমান শহরের হোলসেল গদি কাপড়ের দোকান নিউ শাড়ি সেন্টার, সারা বর্ধমান জেলার মুসলিম খরিদ্দারের সংখ্যা বেশি,এনারা প্রত্যেকে ঘরের মানুষ। নবদ্বীপ এ চাদরের কারখানা ব্রজবাসী দাদুদের,ওনারা বৃন্দাবন এর মানুষ, তাই আমাদের চাদরের গদির সবচেয়ে বড় মহাজন, বর্ধিত পরিবার, বেনারস এ মহাজন থেকে বড়বাজার এর মহাজন বেশীর ভাগ নিরামিষ খান। এক মাঘের সংক্রান্তি দিন মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে গোধূলি সন্ধিক্ষণে একটি মেয়ে জন্ম নেয়। কলকাতা থেকে কেক পেন্সিল বক্স টিফিন বক্স রিটার্ন গিফট সব কিছু নিয়ে জন্মদিন, তার নয়নমণি। অনুষ্ঠানে মাছ খাওয়ানো প্রচলন হলেও মাংস হতো না, তবে যেহেতু শীতের শেষে তাই পাঁচ বছর মটরশুঁটি কচুরি আর ছানা মটরশুঁটি দুধ পনির দিয়ে এই মটর পনির ছিল বাধ্যতামূলক। বীটের ভেজিটেবল চপ,ফ্রাই রাইস সাথে মাছ দুই পদের আর নিরামিষ এর জন্য গর্ভ মোচার ধোঁকা ডালনা, পনির কোপ্তা, সাথে গুড়ের কাথনের চালের পায়েস, প্রাণহরা আর মিষ্টি দই। এই পনির মটর শুটি পদটি শীতকালের রেসিপি।

রবীন্দ্র ভক্ত চার্লি চ্যাপলিন

মজার একটি ঘটনা ঘটে ১৯১৫ সালে। চার্লি চ্যাপলিনকে সবচেয়ে ভালো কে নকল করতে পারেন সেই নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা হয়। চ্যাপলিন নিজেই ছদ্মবেশে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, তিনি করতে পারতেন অনায়াস দক্ষতায়। অঙ্গভঙ্গীর কত যে ভাষা হয় সারা বিশ্বকে প্রথম দেখিয়েছিলেন, নির্বাক সেলুলয়েডে হাস্যরস খুঁজে বার করার সাবলীল দক্ষতা ও ক্ষমতা তাঁকে কালজয়ী করেছে,কথার আশ্রয় না নিয়েও চোখ-মুখের ভাবের ভাষায় তিনি অতুলনীয়, আজ সবাক চলচ্চিত্রের যুগেও চ্যাপলিনকে অনুসরণ করতে হয় চিত্রপরিচালক,অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। যখন পাঁচ বছর বয়স সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে তাঁর মায়ের গলার স্বর হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উড়ে আসে নানা কুমন্তব্য। মাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে জ্যাক জোনস গানটি গেয়ে ওঠেন চার্লি। মঞ্চে একটি শিশুকে এই গানটি গাইতে দেখে দর্শকরা পয়সার বৃষ্টি করেন স্টেজের উপর। সেটাই চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম রোজগার ছিল। সংগীতে কখনও কোনও তালিম নেন নি চ্যাপলিন। তা সত্ত্বেও তাঁর অসংখ্য চলচ্চিত্রে নিজেই সংগীত পরিচালনা করেছেন। ১৯৭২ সালে লাইমলাইট ছবিতে সংগীত পরিচালনার জন্য অস্কার পান। লিটল ট্র্যাম্প নামে পরিচিত মাথায় বাওলার হ্যাট, ঢোলা প্যান্ট এবং ছড়ি হাতে ভবঘুরের যে চরিত্রটি চ্যাপলিন তৈরী করেছিলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই চরিত্র বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। চ্যাপলিন-পরিচালিত প্রথম ছবি 'টোয়েন্টি মিনিটস অব লাভস' সময়সীমা মাত্র সাত মিনিট, তিনি হয়েছিলেন একজন পকেটমার। বলা বাহুল্য, পরিচালক হিসেবে তাঁর সমস্ত সম্ভাবনা ওই একটি ছবিতেই উঁকি মেরেছিল। 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর'-এই ছবিতেই প্রথমবার চ্যাপলিন সংলাপের ব্যবহার করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অমিল পায়। চ্যাপলিন সেসব তোয়াক্কা না করে দিব্যি যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে পরের দু'দশক সুইজারল্যান্ডেই বাস করেছেন। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন চ্যাপলিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চ্যাপলিন তাঁর ছবি সিটি লাইটস-এর মুক্তি উপলক্ষে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানান প্রিমিয়ারে। তাদের একসঙ্গে দেখে উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় পাগল। এমনকী চার্লি চ্যাপলিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার ভক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসতেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষাকে অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন না করতে পারলে জীবন কোনও সময়ে বড় হবে না। জীবনকে বড় করতে গেলে শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। যিনি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি মহান হয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারলে তবেই মানুষ হওয়া সম্ভব। নাহলে কিন্তু অমানুষে পরিণত হবে। শিক্ষাই আলোকে নিয়ে আসে। জীবন আলোর শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে। জীবন আলোর খুবই প্রয়োজন। গীতা পাঠ করতে হবে। তবে গীতা পাঠ করলেই শুধু চলবে না। তাকে অনুধাবন করতে হবে। গীতাকে কাজে লাগাতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে

বাংলার নবজাগরণের সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' এর প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'কে হিন্দু কলেজ থেকে বিতারিত করা হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

হিন্দু কলেজে মাত্র পাঁচ বছরের শিক্ষকতার সাহচর্যের মাধ্যমে ডিরোজিও উনিশ শতকের বাংলার নব্য-শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চিন্তা ধারার আমূল পরিবর্তনের সূচনা করতে পেরেছিলেন। সমকালীন ইতিহাস বলে যে, প্রাথমিক তারুণ্যের উজ্জ্বলতার অবসানে তাঁর শিষ্যদের কর্মজীবনে একদা শিক্ষালব্ধ চিন্তায় নবজীবনের উৎকর্ষতার পরিচয় তাঁদের পরবর্তী মহত্তর জীবনাদর্শের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল। শুধু সেটাই নয়, সমগ্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের তীব্র সমালোচনা সহ্য করেও ডিরোজিওর চিন্তাদর্শ তখন নবযুগের বাংলার শিক্ষিতদের মননীলতাকে জীবন্ত করে রাখতে পেরেছিল। এর পিছনে একমাত্র কারণ না হলেও একথা বলা যায় যে, তাঁর শিষ্যদের প্রচেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও নবযুগের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে, সত্যানুসন্ধানের আদর্শ সেযুগের মধ্যশিক্ষিত মানসে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে কর্মজীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঙালির মনীষাকে স্বদেশ ও সংযোগ সাধনে ব্যাপৃত করেছিল। সুতরাং এদিক থেকে ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহেই যে নবজাগরণের প্রধান ইঙ্গিত নিহিত ছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। অন্ততঃ, পাশ্চাত্য চিন্তা ধারার মুখ্য ফলগুলি জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত করিবার কৃতিত্ব তখন ডিরোজিওরই ছিল। আর ডিরোজিয়ানরাই সেকালের বাঙালি জাতির ভবিষ্যত নায়ক, নব্যধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁদেরই মুক্ত মানসের স্বাদেশিকতার ও আধুনিকতার চিন্তাধারা এবং সংগ্রাম প্রচেষ্টা তখনকার শিক্ষিত মানসে নিজের প্রভাব বিস্তার করে নতুন পথের দিশারী হয়েছিল, এবং এরফলে পরবর্তী বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে হাজার বছরের স্থাবরতাকে পরিত্যাগ করে নবযুগকে দ্রুত গমন করবার ক্ষমতা দিয়েছিল। বস্তুতঃ সেযুগের সমাজ জীবনের সর্বস্তরে ডিরোজিয়ানরা নিজেদের সততার আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। আর একারণেই তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরেই দায়িত্বহীনতা, স্তাবকতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির নিদর্শন স্পষ্ট হলেও ডিরোজিয়ানরা তখন সত্যের প্রতীক বলে সমাজে যে পরিগণিত হয়েছিলেন, একথা তাঁদের সমালোচকেরাও তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেযুগে সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামীর ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। শুধু সেটাই নয়,নীল বিদ্রোহ, তথাকথিত কালা আইন আন্দোলন প্রভৃতিতে তাঁরাই তখন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং রিচার্ড সনের মত সেযুগের প্রতিষ্ঠিত সাদা চামড়ার ধ্বজাধারীদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করে দেশীয়দের সাহেব ভীতি দূর করতে চেয়েছিলেন। আর তাই উনিশ শতকের বাংলার একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবেও ডিরোজিওর পরে ডিরোজিয়ানদেরই নামই যে স্মর্তব্য, সেকথা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসিকে ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে যে চিঠিটি লিখে ছিলেন, তাতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ডিরোজিওর জীবনে তাঁর গুরু ডেভিড ড্রামণ্ড নামে ডেভিড হিউমের চিন্তাধারায় পক্ষপাতী ও ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের দৃষ্টশূল স্বাধীন চিন্তার নায়ক ও এক স্কুল পরিচালকের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। আর এই ড্রামণ্ডের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাই ডিরোজিওর জীবনে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়া ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাধারও তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল বলে ফরাসি বিপ্লবের পরে ইংরেজি সাহিত্যে যে রোম্যান্টিক বন্ধন মুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, ডিরোজিওর মানসিক ভিত্তি সেটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তিনি সেযুগের অতি আধুনিক দুর্মূল্য গ্রন্থের আগ্রহী ক্রেতা ছিলেন। এছাড়া নিজের বাস্তব জীবনেও তিনি একজন বিপ্লবী রূপেই পরিচিত ছিলেন। ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ে ইংরেজ, ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান ছাত্ররা তাঁর সতীর্থের মত নিজেদের বাল্যবস্থা থেকেই একাত্ম ছিলেন বলে জাতিতে ফিরিঙ্গি হয়েও ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই নিজের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজের ছাত্রদেরও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই ফরাসি বিপ্লবের সাম্যের ভাবধারা ভারতীয় জীবনে ছড়াইয়া পড়েছিল। ডিরোজিওর তাঁর বহু কবিতা স্বদেশ ভারতবর্ষকে নিয়েই রচনা করেছিলেন। পরে তাঁর এই রোম্যান্টিক কবিসুলভ ভাবধারার প্রভাব তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হিন্দু কলেজেই এই প্রথম দেশীয় জাতীয় কবির শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল। এমনকি সেযুগের হিন্দু ছাত্ররাও তাঁর সঙ্গে আত্মীয়ের মতোই হৃদয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর ছাত্ররা তারুণ্যের প্রাবল্যে নব ভাবধারায় গতিশীল ইউরোপ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের মধ্যে পার্থক্যের সীমা নির্ধারণে অপারগ হলেও তাঁদের আন্দোলন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

ডিরোজিও গুরু ড্রামণ্ড যে প্রগতিশীল স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদে

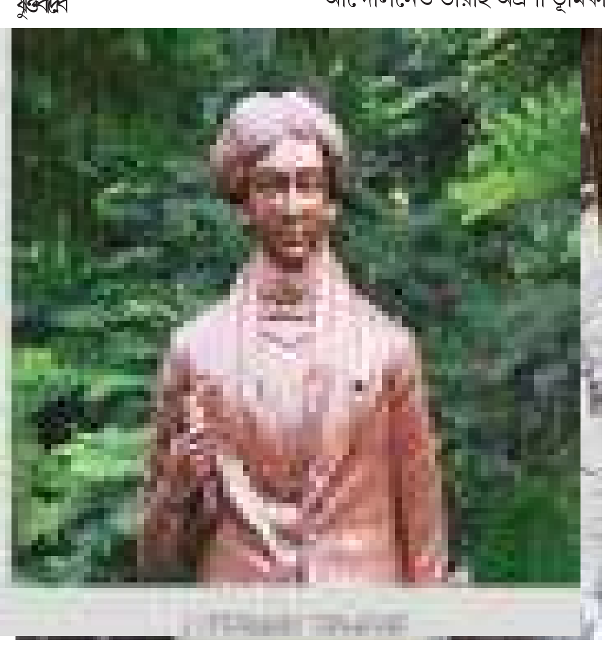

জন্য তৎকালীন বাংলার ইউরোপীয় সমাজে একঘরে ছিলেন, সেই একই কারণের আরও বিস্তৃত ও গভীর সার্থক ব্যবহারিক রূপায়ণের সাফল্যের জন্যই ডিরোজিও তদানীন্তনকালের প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়দের দৃষ্টিশূল হয়ে উঠেছিলেন। এরপরে একটা সময়ে তাঁর প্রগতিবাদী ভাবধারা দেশীয়দের মধ্যে প্রসারিত হয়ে মধ্যযুগীয় অচলায়তন সমাজে পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুললে সেযুগের প্রতিক্রিয়াশীলরারা পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য ব্যক্তিত্বদের উপরে সর্বপ্রকারের অত্যাচার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন এবং বাংলায় প্রগতিবাদীদের শুরুতেই তাঁদের সমূলে উৎপাটন করবার সেই প্রয়াসে সার্থক হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ ডিরোজিও হিন্দুকলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং সেই বছরই মৃত্যু হঠাৎই তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু সর্বকালের আদর্শ শিক্ষক ও উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিকতার উদ্গাতা ডিরোজিওর প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়নি। এর আগে যে সংগ্রাম সমাজ সংস্কারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত ছিল, ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যদের উৎসাহে এরপরে সেটা দেশীয়দের মধ্যে সংগঠিত আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করেছিল। আর একারণেই পরে হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারূপে ছাত্ররা কলেজিয় পরিচালকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে ডেভিড হেয়ারকে সম্মানিত করেছিলেন। শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে অজ্ঞানতার দূরীকরণের কাজে তাঁরা নিজেদের গুরুর আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন। এমনকি এরপরে ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনেও তাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ডিরোজিওর প্রভাবে সেযুগের দুর্বৃত্ত ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ যেমন একজন চরিত্রবান আদর্শ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি আবার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় খৃষ্টান হয়েও হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গবেষক ও প্রথম দেশীয় ডক্টরেট হতে পেরেছিলেন। এছাড়া সেযুগের ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ ও সম্মানের সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাতও ইয়ংবেঙ্গলদের হাত ধরেই ঘটেছিল। আর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ক্রমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবে দেশীয়দের সচেতন করে তুলে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেছিল। তাছাড়া ধর্মীয়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি পুষ্ট ভাবধারা তাঁদের সমাজ সংস্কারের কাজে সর্বদাই উন্মুখ করেছিল। এর উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, ডিরোজিয়ান হিন্দু সন্ন্যাসী কাথিয়াওয়ার রাজ্যে সুশাসনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং আজীবন নিজের গুরু ডিরোজিওর কাছে শ্রদ্ধাবনত ছিলেন। বস্তুতঃ ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহ যেহেতু তৎকালীন দেশাচারের কুসংস্কার গুলির বিরুদ্ধে ছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু ও খৃষ্টান,এই দুই ধর্মীয়দের বিরুদ্ধেই সমালোচক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এসব ছাড়াও তৎকালীন ভারতে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। যেহেতু তখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই নারীর আত্মচেতনতা জাগ্রত করা সম্ভব ছিল, সেহেতু এক্ষেত্রে তাঁরা যেমন অযাচিতভাবে আর্থিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, তেমনি আবার নারীর আর্থিক অধিকারদানের প্রচেষ্টাতেও তাঁরা সরকারকে সহায়তা করেছিলেন।

হিন্দুকলেজিয়দের মাতৃভাষায় উন্নয়নের প্রয়াসে নবজাগরণের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট সাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের বেড়াজাল থেকে ইয়ং বেঙ্গলরাই সর্বপ্রথম ভাষার সংস্কারের প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক ভাষার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের নক্সাজাতীয় উপন্যাস সেযুগের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে ভবানীচরণের উন্নত সংস্করণমাত্র ছিল না, বরং চিন্তায় ও আদর্শে সম্পূর্ণ নতুন, স্বাভাবিক ও আধুনিকও ছিল। কারণ, প্যারীচাদের সৃষ্টি সেযুগের সমগ্র সমাজের স্বার্থরক্ষাকারী ও প্রগতিবাদী আধুনিকদের সমাজকে গতিশীল করে সহস্র বছরের নিশ্চলতার জগদ্দল পাথরের বোঝাকে দূর করে দেশকে অগ্রসর করিবার প্রচেষ্টাও ছিল।

সেযুগের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমেও নব জাগরণের প্রভাবে পুরোনো সঙ্গে আধুনিকতার যে বিচ্ছেদ হয়, সেটার স্পষ্টরূপ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটির মাধ্যমে নব নব চিন্তাধারার প্রসার সম্ভব হয়েছিল এবং বিভিন্ন বাকবিতণ্ডার মাধ্যমে পুরোনো অচলতাকে আঘাত করে নতুনের পথ করে নেওয়ার প্রচেষ্টারও প্রসার ঘটেছিল। এর প্রথমাবস্থায় তখন শিক্ষিত এবং ক্রমে সর্বসাধারণের মধ্যেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেযুগের মানুষের মানসিকতার সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছিল। এছাড়া বিভিন্ন সভাসমিতিতে আলোচনা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তখন স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদীতার প্রসারে নব আদর্শ ও নতুন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডিরোজিওই এই জন-সংযোগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রকে আদর্শাশ্রয়ী উন্নত করে তুলবার চিরন্তন প্রচেষ্টা প্রবল ছিল। ভিক্টোরিয়ানদের নীতিবাদী ভাবধারার প্রভাব তখন তাঁদের মধ্যেই সবথেকে বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া গিয়ে ছিল। আর একারণেই সেযুগের বাবু সমাজের মদ খাওয়ার ও এর আনুসঙ্গিক দোষের অপবাদ থাকলেও ডিরোজিয়ানরা কিন্তু অপরিমিত পানদোষে ও অশিষ্ট ব্যবহারিক আচরণের অভিযোগে কখনও অভিযুক্ত হননি। সুতরাং এদিক থেকে তাঁরা সেকালের বাবু সমাজের মধ্যে অদ্ভুত পিউরিটান ছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দু কলেজিয়দের মাধ্যমে, বিশেষতঃ ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে দিয়া সেযুগের বাঙালির মানসক্ষেত্রে যেসব ভাবধারারই প্রকাশনা ও প্রসার ঘটেছিল, সেগুলো এরকম ছিল; (১) স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ, যা সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল; (২) অন্যায়ের প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা; (৩) যুক্তিবাদী এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী; (৪) জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ; (৫) ধর্মের মৌলিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা; (৬) ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রবান হওয়ার প্রচেষ্টা; (৭) শিক্ষাপ্রসার ও নারীর মুক্তি; (৮) পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শনের প্রতি অনুরাগ এবং দেশীয় সংস্কৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ও অপব্যাখ্যার প্রতি তীক্ষ্ণ আঘাত এবং অবজ্ঞা; (৯) পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে দেশীয় সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার ও প্রসার প্রচেষ্টা; (১০) পাশ্চাত্য আদর্শের বশে তাঁরা শুধুমাত্র যে সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যেই পার্থক্য পরিমাপ করতে পারেননি, এমন নয়; বরং দেশীয়দের মধ্যেও ব্যবহারিকভাবে জাতি-ধর্ম-বিত্ত-সামাজিক পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন; (১১) যে কোন ধরণের দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টা।

আর ডিরোজিয়ানদের এসব ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দেশীয় সমাজে শেষপর্যন্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। রামমোহন রায় ধনিক ও প্রতিষ্ঠিতদের জন্য ভিন্নশ্রেণীর বিচারধারার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শবাদী ডিরোজিয়ানরা যেহেতু সেযুগের বিভিন্ন কুল ও বিত্তগত সামাজিক পরিবেশ থেকে এসেছিলেন, সেহেতু তাঁদের পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা জ্ঞান, কূল-বিত্তগত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে মিশ্রিত বুদ্ধিবাদী মধ্যবিত্তকে সামাজিক মর্য্যাদা ও প্রাধান্য দান করেছিল। এরফলে সেযুগের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ মধ্যযুগীয় কুল বিত্তগত সীমারেখার বন্ধন মুক্ত হতে পেরেছিল; সর্বত্রই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সমাজ অতি দ্রুতগতি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। **লেখকঃ রানা চক্রবর্তী**

'সিনেমা পাড়া দিয়ে' বইটিতে বাংলার চলচ্চিত্রের অজানা রহস্যকে সামনে মেলে ধরলেন তরুণ মজুমদার

বিশেষ প্রতিবেদক

তরুণ মজুমদারের দু'খণ্ডের সিনেমাপাড়া দিয়ে পড়তে পড়তে ব্যোমকেশের অনন্য স্রষ্টা ও আমার অন্যতম সাহিত্যগুরু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ মনে পড়ে গেল। সব শাড়ির দৈর্ঘ্য ছ'গজ, কিন্তু দাম কখনও কুড়ি,

কখনও কুড়ি হাজার টাকা; অথচ লেখকের বইয়ের দাম পাতা গুণে, গীতাও যা, গীতাঞ্জলিও তা, আমরাও তা, ফলে অনেক সময় বাংলা লেখা হয় যথেষ্ট ফেনানো। প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার দু'খণ্ড বই, কিন্তু তরুণ মজুমদার সেখানে যে বিশাল জটিল জীবনের নিখুঁত পরিমাপের চেষ্টা করেছেন, তা চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত বিশেষজ্ঞরাই পারেন, কারণ তাঁরা কম শব্দে বেশি কথা বলতে অভ্যস্ত। সত্যজিৎ, শরদিন্দু, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তরুণ মজুমদার সবাই এই গুণের বিস্ময়কর অধিকারী।

এক জন গুণগ্রাহী ও বিস্মিত লেখক হিসাবে তরুণ মজুমদারকে আমার বিনীত প্রশ্ন; এত দিন কোথায় ছিলেন? চলচ্চিত্রই আপনাকে অধিকার করে রইল, বিপুল স্বীকৃতি, সাফল্য ও সম্মান দিল, কিন্তু সাহিত্য আপনাকে পেল খেলার মাঠের শেষ ওভারে।

আমি অনেক দিনই তরুণ মজুমদারের চলচ্চিত্রের ভক্ত, এ বার তাঁর লেখা পড়ে বিস্মিত। বাংলা সাহিত্যে অভিনেতা, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ও চিত্রনাট্য-লেখকরা এত দিন যা দিয়ে এসেছেন, তাতে আপনার নতুন ও বিস্ময়কর সংযোজন। অনেকে ভাগ্যবান, অনেক কম দিয়ে অনেক বেশি পান, কালের কষ্টিপাথরে নাম লিখে যান চিরকালের জন্য, আবার কেউ কেউ তাঁদের সমগ্র জীবনকালে যথেষ্ট পান না। তরুণ মজুমদার সেই দলের; তিনি যথেষ্ট লাজুক, প্রচার-নির্ভর শিল্পের সঙ্গে জীবন কাটিয়েও তিনি প্রচারধর্মী হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না, তাঁর দু'খণ্ডের আত্মকথায় তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখে গেলেন।

সিনেমাপাড়া দিয়ে এমনই এক আত্মকথা, যার মধ্যে টাইট ডকুমেন্টারি ছবি যেন নিঃশব্দে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে সমকালের চলচ্চিত্র ইতিহাস; যেখানে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, নিউ থিয়েটার্স রয়েছে, বীরেন্দ্রনাথ সরকার রয়েছেন, আবার কানন দেবীও রয়েছেন, সুচিত্রা সেনও রয়েছেন, এবং অবশ্যই উত্তম কুমারও রয়েছেন।

তরুণ মজুমদারের লেখায় পরিমিতিবোধের সঙ্গে তাঁর স্বভাব লাজুক চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। ভূমিকাতেই তিনি নোটিস দিয়ে দিয়েছেন; 'এ আমার আত্মজীবনী' নয়। তা হলে এটি কী? বোধ হয় এক কঠিন, অনিশ্চিত ও প্রায়শই ব্যর্থ নতুন এক শিল্পের বড় হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। এক জন অসামান্য কৃতী লেখকই এমন ভাবে বলতে পারেন; নদীর এপারে আমি, আর আমার বানানো ছবির ফ্রেমগুলো সব নদীর ওপারে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আধুনিক টেকনোলজি; দুর্লঙ্ঘ্য একটা ব্যবধান তৈরি করে দিয়ে মিটিমিটি হাসছে। লেখক তরুণ মজুমদার তাঁর বিস্মিত পাঠকদের জানিয়েছেন, কলেজের পাট চুকিয়ে যখন ভাবছি এবার কী করব, কোন পথ ধরা যায়, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই মনের মধ্যে একটা পুরনো পোকা কুটুস করে কামড় বসালো। এই পোকাটির নাম যে সিনেমা পোকা তা বুঝতে সময় লাগছে।

রিভিউ করতে বসে সমস্ত নাটকীয়তা লিক করে দিয়ে হাজার পাতার এক আত্মকথাকে ছিবড়ে করে দেওয়াটা আমার কাজ নয়। আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প যে সীমিতবিত্ত মানুষকে কৌতূহলী করলেও তাকে টানতে পারেনি, তার কারণ ফিল্মলাইনে ঢুকলে ভবিষ্যৎ ভীষণ অনিশ্চিত। খুব কম লোকের বরাতে ভাগ্যদেবীর বর জোটে।

সিনেমা কি আর্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে দুঃসাহসী শিল্পী সত্যজিৎ রায় বলতেন, 'কমপোজিট আর্ট'-এর মধ্যে কথাসাহিত্য আছে, নাটক আছে, সঙ্গীত আছে, ফোটোগ্রাফি আছে; এক কথায় কী না আছে! সবচেয়ে মুশকিল, অতি মাত্রায় সীমিত সময় আছে, কেউ অঢেল সময় দিতে রাজি নয়। এবং সবচেয়ে যা ভয়ঙ্কর, পর্দায় প্রস্ফুটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় আছে। যা হওয়ার, তা দু'সপ্তাহেই নির্ধারিত হয়ে যায়; কবি নাট্যকার কথাসাহিত্যিকের মতো বলা যায় না যে, কাল অনন্ত, আজ আমাকে পাঠ না করলেও, সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। চলচ্চিত্রে তাই জন্মমুহূর্ত থেকেই প্রাণান্ত হুড়োহুড়ি, প্রাণান্ত ঢাকের বাদ্যি, প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চরিত্রদের। আর, রিভিউয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। সব সময় তাঁরা উঁচু দরের নিষ্ঠাবান মানুষ নন। সত্যজিৎ দুঃখ করতেন, বিদেশের রিভিউয়াররা একটা ছবি চার-পাঁচ বার দেখে তবে লিখতে বসেন, এখানে অনেক সময়েই তা হয় না। ফলে ভাল ছবি দর্শকের অভাবে আগেই শূন্য হলঘরে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ দর্শক-অন্ত সীমিত প্রাণ, যার সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র স্টক মার্কেটের স্পেকুলেশন খেলাকে। আরও যা ভয়ঙ্কর, এক দিস্তে কাগজ ও একটি কলম থাকলেই ছবি হয় না, এর জন্যে প্রয়োজন পরের টাকা, পরের প্রেক্ষাগৃহ, পরের অভিনয়, পরের মন্তব্য, এবং আরও অনেক কিছু।

এই সব সমস্যা থেকে বাংলা চলচ্চিত্র কোনও দিন মুক্ত হয়নি। তাই মানুষ এসেছে, আবার যথাসর্বস্ব হারিয়ে চলে গিয়েছে; সামান্য কয়েক জন টিকে গিয়েছেন। আমাদের আনন্দ যে, তরুণ মজুমদার তাঁদেরই এক জন। অথচ তাঁর মধ্যে দাম্ভিকতা নেই, বাজারি মনোবৃত্তি নেই, তিনি যে সৃষ্টিধর্মী চলমান সাহিত্যের সাধক, জীবনসায়াহ্নে তারও অগ্নিপরীক্ষা দিলেন।

নানা বিচিত্র মানব-মানবী এসে পড়েছেন তরুণ মজুমদারের সিনেমা পাড়ায়, গ্রন্থ সমালোচনার নাম করে সেই সব বহুখ্যাত, অর্ধখ্যাত, কখনও বিস্ময়কর নরনারীদের কাহিনি নষ্ট করে দেওয়া সাহিত্য সমালোচকের কাজ নয়; তাঁরা অনেক সময় বই পড়ার আনন্দ ও বিস্ময়টা সূতিকাগারেই নষ্ট করে দেন। সেই কাজ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই।

বাংলার রেল পথ তৈরি করতে এগোলেন প্রিন্স

শঙ্করলাল কর্মকার

মার্টিন ট্রেনঃ ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্যের গল্প ভারতের ইতিহাসে এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা একটি রেল পরিষেবা ছিল মার্টিন ট্রেন। ১৮৯২ সালে মার্টিন কোম্পানি এই ট্রেন

পরিষেবার পরিকল্পনা করে এবং ১৮৯৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত এই ছোটো লাইনের ট্রেন হয়ে উঠেছিল এলাকার মানুষের নিত্যদিনের চলাচলের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সেই সময় না ছিল বাস, না ছিল ট্রেকার, অটো বা টোটো। তাই এই ট্রেনই ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রধান অবলম্বন।

ছোট্ট কয়লা ইঞ্জিনে সাত-আটটি ছোট কামরা নিয়ে এই ট্রেন দুলকি চালে ছুটে যেত। ট্রেনের গতির সাথে মিশে থাকত কয়লার কালো ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ। মানুষের বাড়ির পাশ দিয়ে, কখনো উঠোন পেরিয়ে বা বাগানের ধার দিয়ে এই ট্রেন হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত যাতায়াত করত। এই ট্রেনকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা ও গল্পের কোনো অভাব ছিল না। মার্টিন ট্রেনের রুটঃ মার্টিন ট্রেনের রুটে ছিল অনেক স্টেশন, যেগুলো ছিল প্ল্যাটফর্মবিহীন। যাত্রীরা মাটি থেকে সরাসরি ট্রেনে ওঠার সুযোগ পেতেন। স্টেশনগুলো ছিল; হাওড়া ময়দান, দাশনগর, বালটিকুরী, বাঁকড়া, সলপ, কাটলিয়া, মাকড়দহ, ডোমজুড়, দক্ষিণবাড়ি, বড়গাছিয়া, পাতিহাল, মুন্সিরহাট, মাজু, জালালসি, পানপুর, হরিশদাদপুর, এবং আমতা। মার্টিন ট্রেনের গুরুত্ব ঃ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মার্টিন ট্রেনের পেছনের অন্যতম প্রেরণা। তিনি চেয়েছিলেন হাওড়া এবং হুগলির গ্রামীণ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে কুটির শিল্প এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে মজবুত করতে। এই ট্রেন শুধু পরিবহনের মাধ্যম ছিল না; এটি ছিল স্থানীয় অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শেষের গল্পঃ স্বাধীনতার পর আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে কুটির শিল্পের চাহিদা কমে যায়। সেইসঙ্গে হাওড়া -আমতা সড়কপথ তৈরির পর মার্টিন ট্রেনের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। ট্রেনের ধীরগতি এবং বিনা টিকিটে যাত্রীর চাপ কোম্পানিকে লোকসানের মুখে ঠেলে দেয়। অবশেষে ১৯৭০ সালে মার্টিন ট্রেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। আজ এই ঐতিহাসিক ট্রেন কেবল গল্পে এবং ইতিহাসের পাতায় বেঁচে আছে। হাওড়া-আমতার পথ ধরে এই ট্রেনের স্মৃতিচিহ্ন আজও পুরনো দিনের নস্টালজিয়া জাগায়।

বাংলায় রেল শুরু হওয়ার একটি বিশাল ইতিহাস রয়েছে। রেল পথ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তখন জমি পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এগিয়ে এসেছিলেন রেলকে জমি দেওয়ার জন্য। তিনি প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে বাংলায় রেল পথ তৈরি করতে হবে। রেল পথ তৈরি হওয়ার ফলে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত পৌঁছাতে তাগলে এবং ব্যবসার সুবিধা হতে থাকলো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার উন্নয়নের জন্য তিনি ইংরেজদের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী। একইভাবে শিলিগুড়ি স্বামীজী মোড়ে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হল। এদিন স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান চলে।

১২ দিন পার বাগে আসেনি বাঘিনী! ঘরবন্দি আতঙ্কিত মানুষজন, চিন্তায় বনদফতর

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ বাঘকে বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছে ঝাড়খণ্ড বনবিভাগ। পরপর ১২ দিন পার হয়ে গেলেও খাঁচাবন্দী করা যায়নি বাঘকে। সমস্ত চেষ্টায় বিফলে যাচ্ছে বনদফতরের। বাঘের গলায় রেডিও কলার না থাকায় গতিবিধি জানতে হিমশিম খাচ্ছে ঝাড়খণ্ড বনবিভাগ। দিনের পর দিন ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খরসোঁয়া বনবিভাগের চান্ডিল, চৈনপুর, বালিডি, দলমা, চৌকা বনাঞ্চল সহ একাধিক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ মিলছে। প্রতিদিনই ১০-১২ কিমি হেঁটে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছে ওই বাঘ। কখনও সেই বাঘ ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে বলে দাবি জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের। আর এতেই চিন্তা বাড়াচ্ছে ঝাড়খণ্ড বনদফতরকে। ঝাড়খণ্ডের ১৩৫ টিরও বেশি গ্রামে জারি হয়েছে সতর্কতা। জঙ্গলে বসানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। ড্রোনের মাধ্যমে বাঘের গতিবিধি লক্ষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বন বিভাগ। বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বন কর্মীদের টিম। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (WII) টিম, সরাইকেলা-খরসোঁয়া, পূর্ব সিংভূমের জামশেদপুর, খুঁটি বনবিভাগ, দলমা মিলিয়ে প্রায় ৭-৮ জন ডিএফও পদমর্যাদার আধিকারিক, পালামৌ টাইগার রিজার্ভের বাঘ বিশেষজ্ঞরা একজোট হয়ে সেই বাঘকে বাগে আনার চেষ্টা চালালেও সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। আতঙ্কের রাত কাটাচ্ছেন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা। চিন্তা বাড়াচ্ছে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়া বনবিভাগকেও। তবুও আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে পুরুলিয়া বনদফতর। সীমান্ত এলাকায় চলছে পেট্রোলিং। পুরুলিয়ার বিভিন্ন রেঞ্জ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে এই মর্মে একাধিকবার বৈঠক করেছে পুরুলিয়ার বন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখার পাশাপাশি প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে রাজ্যের অরণ্যভবনে। কোথায় বাঘ? এখনও ধোঁয়াশা চারিদিকে। এই বাঘ কবে বাগে আসবে? মানুষের আতঙ্ক কবে কাটবে সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।

গ্রেপ্তার ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির চক্রের তিন পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১২ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের সুতিতে বসেই তৈরি হচ্ছিল জাল নথি, সুতির নুরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির চক্রের তিন পান্ডা। আধার কার্ড তৈরীর কারণে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রচুর আধার কার্ড এবং মেশিনপত্র।

রবিবার ভোররাতে সুতি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, নুরপুর এলাকায় একটি দোকানে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় মনোজ কুমার মণ্ডল, ইসমাইল সেখ এবং আকবর আলি নামে তিন ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত তিন যুবক সুতি থানার নুরপুর এলাকায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে জাল আধার কার্ড তৈরির ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। ওই তিন ব্যক্তির আধার কার্ড তৈরির কোনও লাইসেন্স না থাকলেও, অন্য একজনের কাছ থেকে বিপুল টাকার বিনিময়ে তাঁরা আধার কার্ড তৈরির আইডি এবং পাসওয়ার্ড 'ভাড়া' নিয়েছিলেন। ধৃত ব্যক্তিদের দোকান থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, রেটিনা স্ক্যানার, ল্যাপটপ, জাল আধার কার্ড, এনরোলমেন্ট আইডি সহ বিভিন্ন নথি উদ্ধার হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কীভাবে জাল আধার কার্ড তৈরি করা হতো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে তাঁদের জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

কালনা ১ ব্লকের মধুপুর বিধায়ক কার্যালয়ের সামনে যুব দিবস উদ্‌যাপিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য।

মর্মান্তিক ঘটনা! ম্যারাথনে অংশ নেওয়া ছাত্রের অসুস্থ হয়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। রেসের ট্র্যাক শেষ হওয়ার আগেই জীবন শেষ এক ছাত্রের। যুব দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে খেলাধুলার নজির। দিকে দিকে যোগব্যায়ামের তাঁবু। কোচবিহারেও চলছে নানারকম খেলা ও দৌড়ের ইভেন্ট। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যারাথনে অংশ নেওয়া এক ছাত্রের মৃত্যু হল অসুস্থ হয়ে। মৃতের নাম রিয়েশ রাই (১৮)। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে। মৃত ছাত্র উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। বাড়ি গরুবাথানের ফাগুতে। স্থানীয় সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এদিন পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মতো সকালে পাতলাখাওয়া থেকে দৌড় শুরু হয়। প্রায় ২৫০ জন এতে অংশ নেন। ম্যারাথনে সামিল হয়েছিলেন রিয়েশও। শুরু থেকে সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু পুণ্ডিবাড়ি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আসার পরই অসুস্থ হয়ে আচমকা মাটিতে পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হাতির হানা! ছুটিতে বাড়িতে এসে মৃত্যু পুলিশকর্মীর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি ঃ ছুটিতে এসেছিলেন বাড়িতে, কিন্তু এভাবে সবটা শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারছেন না কেউই। সকালবেলায় বাড়ির থেকে বেরিয়ে হাতির হানায় মারা গেলেন এক পুলিশকর্মী। হাতি গ্রামে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছিল। এই কারণেই হাতিকে তাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন স্থানীয়রা। আর তাতেই বিপত্তি! হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ লতাবাড়ি এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা সিণ্টু টিগ্গার মৃত্যু হয়েছে। সে দার্জিলিং-এ পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি ছুটিতে সে নিজের বাড়ি দক্ষিণ লতাবাড়িতে এসেছিলেন। এইদিন সকালে বক্সা জঙ্গল থেকে একটি দলছুট বুনো হাতি এলাকায় প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। হাতি আসছে টের পেয়ে সিণ্টু টিগ্গা ও তাঁর দুই ভাই ও এক ভাইপো ঘর থেকে বের হয়ে হাতি তাড়াতে শুরু করেন। হাতি তাঁদের বাড়ি থেকে তাঁদের সুপারি বাগানে প্রবেশ করে ক্ষয়ক্ষতি করা শুরু করে। সেইসময় আচমকা হাতি দুই ভাইয়ের দিকে তেড়ে আসে। ওই সময় সিণ্টু টিগ্গা ও অন্যান্যরা পালাতে শুরু করেন, বাকিরা পালাতে সক্ষম হলেও, সিণ্টু টিগ্গাকে কাছে পেয়ে হাতি তার উপর আক্রমণ চালায়। হাতির পায়ের চাপে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর, উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ রবিবার একটি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো পুরুলিয়া জেলার কাশিপুর থানার পাহাড়পুরের এলাকাবাসী। গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে বাইকে করে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো স্বামীর। ঘটনায় গুরুতর জখম স্ত্রী। ঘটনার জেরে একাধিক ডাম্পারে অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতার। মৃত ব্যক্তির নাম নির্মল মন্ডল (৪০)। ঘটনার পরই গ্রামবাসীরা ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যুর অভিযোগ তুলে পাহাড়পুর এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি পাথর ভাঙ্গা কেশর মিলে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। দুটি ডাম্পার গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। ভেঙে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি ডাম্পার, একাধিক বাইক, কারখানার সিসি ক্যামেরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার পর ফেরার ঘাতক ডাম্পার চালক। জানা যায়, এদিন নির্মল মন্ডল তার গর্ভবতী স্ত্রী মঞ্জু মন্ডলকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য বাইক করে তালাঝুড়ি আসছিলেন। মাঝপথে পাহাড়পুরের রাঙ্গুনিগোড়া গ্রামের কাছে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় নির্মল মন্ডল ও মঞ্জু মন্ডলকে নিয়ে আসা হয় কাশিপুর কল্লোলি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা নির্মল মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্ত্রী মঞ্জু মন্ডলকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কল্যানী মন্ডল নামে এক প্রতিবেশী বলেন এই ঘটনায় তাঁরা খুবই মর্মাহত। এরপরই উত্তেজিত জনতা পাহাড়পুর এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি পাথর ভাঙ্গা কেশর মিলে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। অগ্নিসংযোগ করে দেওয়া হয় কেশরের অফিস সহ দুটি ডাম্পার গাড়িতে। কৃষ্ণ হালদার নামে এক এলাকাবাসী জানান এই ঘটনার জেরে একাধিক ডাম্পারে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, ভেঙে ফেলা হয় সিসি ক্যামেরাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এডিশনাল এসপি (অপারেশন) অবিনাশ জোধাবর, রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দেয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংস্কারের পর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হলো গোঁসাইহাট ইকো পার্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষার অবসান। সংস্কারের পর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হলো গোসাইহাট ইকো পার্ক। রবিবার এক জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পর্যটক এবং সাধারণ

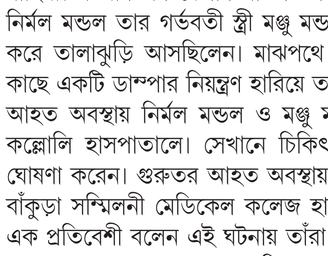

মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হলো এই বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পার্কটিকে। বাম আমলে নির্মিত হলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে অবহেলায় পড়ে থেকে এক ভগ্ন দশার রূপ নিয়েছিল পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আবাসস্থল গোঁসাইহাট ইকো পার্ক। পার্কটি নতুন সাজে সেজে ওঠায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকেরা। এই প্রসঙ্গে উপপ্রধান রবি রাভা বলেন, আজকে খুবই আনন্দের দিন, এই পার্ক সংস্কার করে খুলে দেওয়ায় এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। অপরদিকে মোরাঘাট বনাঞ্চলের অধীনে থাকা এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত পার্কটি উদ্বোধন প্রসঙ্গে। রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য্য বলেন, দীর্ঘ দশ বছর পর বিভাগীয় বনাধিকারিকের উদ্যোগে এবং এই অঞ্চলের তিনটি বণ বস্তির বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আজ থেকে প্রাথমিক ভাবে গোঁসাইহাট ইকো পার্ক খুলে দেওয়া হলো।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা নয়ছয়, দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগে তোলপাড় মানিকচক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ ট্যাব দুর্নীতির পর এবার সামনে এলো মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীতে দুর্নীতি। মানিকচকের এনায়েতপুর উচ্চ-বিদ্যালযের একাধিক ছাত্রীর ভুয়ো ব্যাংক একাউন্ট খুলে কন্যাশ্রীর টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ। অভিযুক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার। শনিবার ছাত্রীদের নিয়ে মানিকচক থানার দ্বারস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বাদিউজ জামান এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। ঘটনার তদন্ত করে সরকারি প্রকল্পের টাকা ছাত্রীদের পাইয়ে দেওয়ার দাবি প্রধান শিক্ষকের। তবে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবী করে সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার। এমনকি তিনি নিজে ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবী জানিয়ে বিগত কিছুদিন আগেই মানিকচক থানা ও বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এই ঘটনার সামনে আসতে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে এলাকা জুড়ে। মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ২০২১ সালে মোট ১০৪ জন ছাত্রীর কন্যাশ্রীর জন্য আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৪২ জন ছাত্রীর একাউন্টে ধরা পড়েছে জালিয়াতি। ইতিমধ্যে ১২ জন ছাত্রী এই ঘটনা জানতে পেরেই দ্বারস্থ হয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বাদিউজ জামানের কাছে। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই দেখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের অনুমোদনে এই জালিয়াতি করা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই ১২ জন ছাত্রীকে নিয়ে এদিন মানিকচক থানায় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক। এবিষয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী পায়েল খাতুন বলেন,২০২০ সালে আবেদন করেছিলাম, বর্তমানে আমাদের বয়স পূর্ন হওয়ায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি আমাদের টাকা ২০২১ সালেই তুলে নেওয়া হয়েছে। একটি ভুয়ো ব্যাংক একাউন্টে টাকা ঢোকানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের শীল ও সই রয়েছে আবেদনে। আমাদের অনুমান তিনি এই ঘটনায় যুক্ত। এবিষয়ে প্রধান শিক্ষক বাদিউজ জামান বলেন, ২০১৯ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি, সেইসময় থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কন্যাশ্রী এবং স্কলারশিপের নোডেল অফিসার ছিলেন সুনন্দবাবু। তার অনুমোদন ছাড়া এই সমস্ত আবেদন কোনভাবে সম্ভব নয়। তার সই রয়েছে প্রত্যেকটি অনুমোদনে, ছাত্রীদের ব্যাংকের একাউন্টেও জালিয়াতি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ১২ জন ছাত্রী বিষয়টি জানালেও সংখ্যাটা বাড়তে পারে। মোট ৪২ জন ছাত্রীর কন্যাশ্রীর জালিয়াতি হয়েছে। আর এরজন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে সহকারী প্রধান শিক্ষককে নিতে হবে। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার। তিনি বলেন, ২০১৯-এ প্রধান শিক্ষক যোগদান করার পর তিনি এই সমস্ত দায়িত্বে ছিলেন না। কন্যাশ্রীর অনুমোদনের যে সমস্ত সই এবং সিল রয়েছে তা জালিয়াতি করা হয়েছে। বিদ্যালয়েরই চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন লিটু মোমিন তিনি এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি লিখিতভাবে আমি ব্লক এবং পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি। বিগত দিনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় আমি তুলে ধরাই তিনি আক্রোশবশত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। আমি সঠিক তদন্ত চাই, দরকারে আমার সই যাচাই করা হোক।

গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান ধূপগুড়ি থানার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ আবারও গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান ধূপগুড়ি থানার পুলিশের। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব ডাউকিমারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে নষ্ট করলো ধূপগুড়ি থানা এবং ডাউকিমারি ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে, ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে পূর্ব ডাউকুমারী এলাকায় অভিযান চালায়। বেশ কিছু বাসিন্দার বাড়িতে এবং কুয়াশের জমি আড়ালে চাষ হচ্ছিল গাঁজা। তল্লাশি চালাতে গাঁজা চাষের হদিস পায় পুলিশ। এরপর সেই সমস্ত গাঁজা গাছ কেটে এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলো পুলিশ। পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি এভাবে সমাজ নষ্ট হচ্ছে পুলিশ ভালো কাজ করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর এইধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।

ইন্ডিয়ান পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন
১ম তলা, এনবিসিসি প্লেস, সাউথ টাওয়ার, বি.পি. মার্গ,
লোদি রোড, নিউ দিল্লি-১১০০০৩
ভারতের বিভিন্ন প্রধান বন্দরে
এক্সিকিউটিভ লেভেলের পদে নিয়োগ
ADVT No.2024/SGR/04 & 05
ইন্ডিয়ান পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইপিএ), ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পক্ষ থেকে, ট্রাফিক, প্রশাসন এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শাখায় এক্সিকিউটিভ লেভেল পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনগুলি আমন্ত্রণ জানিয়েছে আগ্রহী প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রদান করে নিয়োগ প্রক্রিয়া, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধঃ **www.ipa.nic.in**।
প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আই/সি)
cbc 37203/12/0016/2425

অবশেষে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগল

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১২ জানুয়ারি ঃ অবহেলায় থাকার পর অবশেষে ১৬২ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলো কালনার দত্ত দারিয়াটন গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দর পৈতিক ভিটেতে, খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। কালনা ২ নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের দত্ত দারিয়াটন গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পক্ষ থেকে ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই দিনটিকে পালন করা হয়। হাজরার মোড় থেকে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা দত্ত দাড়িয়াটন গ্রাম পর্যন্ত পায়ে হেঁটে প্রভাত ফেরী করে বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনা ২ ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিবেকানন্দর পৈত্রিক ভিটেতে নানার কর্মকাণ্ডের কান্ডারী প্রণব রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ সুনীল কুমার মন্ডল সহ বিশিষ্ট মহারাজ বৃন্দরান্ড স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে নির্মাণ হোক দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কালনাবাসির। বেলুড় মঠের সহযোগিতায় অবশেষে কালনার দত্ত দারিয়াটনে স্বামী বিবেকানন্দর পৈতিক ভিটের সংরক্ষনের কাজ শুরু হয়েছে, ঘেরা হয়েছে জমি ও প্রবেশ দ্বারে বসানো হয়েছে লোহার গেট, সাজানো হয়েছে পৈতিক ভিটেকে, এর জেরে খুশি দত্ত দাড়িয়াটন গ্রামের মানুষ সহ কালনা ২ ব্লকের মানুষজনেরা।

উদ্ধার কোকিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি শহর থেকে উদ্ধার কোকিন। এস টি এফ এবং শিলিগুড়ি থানার খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশের যৌথ অভিযানে এই কোকিন উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় শর্তাজ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এস টি এফ। ধৃতের বাড়ি শিলিগুড়ির ডাঙ্গিপাড়া এলাকায়। খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এসটিএফ এবং পুলিশ এই অভিযান চালায় ডাঙ্গীপাড়ায়। তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৯৩ গ্রাম কোকিন। যার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ টাকা। ধৃত দীর্ঘদিন ধরে এই কারবার করছিল বলে জানা গেছে।

বৈকুন্ঠপুর গভীর জঙ্গলে আয়োজিত হবে বনদূর্গার পূজা, চলছে প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ আজ সোমবার পৌষ-পূর্ণিমায় হতে চলেছে বনদূর্গার পূজা। তার আগে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। এবছর বনদূর্গা পূজা ৪৪ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। রাজগঞ্জের ফাঁড়াবাড়ির অদূরে বৈকুন্ঠপুর গভীর জঙ্গলে বনদূর্গার পূজা হয়। কথিত আছে, দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি দিল্লিভিটা চাঁদের খাল নামে পরিচিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চৌধুরানী' উপন্যাসেও এই স্থানের

কথা উল্লেখ করেছেন। বহু বছর আগে স্থানীয়রা এখানে ঠুনঠুনিয়া মায়ের নামে পুজো করতো। একটা সময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ওই বনে ভিড় করতেন। এখন সেটি বনদুর্গার পুজো নামেই পরিচিত। বর্তমানে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মাঝে স্থায়ী মন্দিরে বিশেষ রীতি মেনে বনদুর্গা পূজিত হয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এই পুজোয় আসেন। পুজোর দুদিন বাড়তি নজরদারি থাকবে প্রশাসনের। এই বিষয়ে বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, এবছর বনদূর্গার পুজো ৪৪তম বর্ষে প্রদাপন করছে। প্রতিবছর পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গভীর রাতে বনদুর্গার পূজো হয়ে আসছে। তার শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি চলছে। কোভিডের জন্য কয়েকবছর দিনে পূজো হলেও গতবছর থেকে রাতে পূজো করা হচ্ছে। প্রশাসনের সবরকম নিয়ম মেনেই এই পুজো করা হবে। এবারের পুজোতেও সাধারণ মানুষকে আসার আমন্ত্রণ জানান তিনি।

পিকনিক চলাকালীন স্পটে হাজির গজরাজ, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে এবার পিকনিক স্পটে হাজির হলো গজরাজ। একদিকে যখন চলছিল জমিয়ে রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া ও গান বাজনা ঠিক সেই সময় যেন গানের তালে তালে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলো এক গজরাজ। আবার অনেকেই মনে করলেন গজরাজের যেন খিদে পেয়েছে, তাই ভরদুপুরে যেন পিকনিক খেতে হাজির হয়েছে গজরাজটি। এমনই হাস্যকর ঘটনা ঘটলো বাগডোগরা টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে! এদিন যখন বাগডোগরা টিপু খোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে বহু মানুষ পিকনিক করতে মশগুল ছিলেন, ঠিক সেই সময় একটি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে পিকনিক স্পটে। হাতি দেখতে পেয়েই হুড়োহুড়ি লেগে যায় সেখানে। তৎক্ষণাত এসে পৌঁছায়

বন কর্মীরাও। সাইলেন বাজিয়ে হাতিটিকে পুনরায় জঙ্গলে ফেরবার চেষ্টা চালায় বনকর্মীরা। এরই মাঝে পিকনিক করতে আসা অনেকেই মুঠোফোনে এই মুহূর্তটাকে বন্দি করতে থাকে। অনেকেই আবার হাতির কাছাকাছি যাওয়ারও চেষ্টা করে। তবে বনকর্মীরা তাতে বাধা দেয়। বহু মানুষ সেই সময় সেখানে উপস্থিত থাকায় হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে কিছুটা হলেও বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। তবে কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় হাতিটি ধীরে ধীরে পিছুপা হয় জঙ্গলের দিকে এবং সবশেষে জঙ্গলে ফিরে যায় হাতিটি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/267/24-25/PD
Name of work : **Improvement of lighting system with new LED lights at Sankalpo Math, Binaypally Shishu Uddyan etc. and its surrounding area in Ward No. 113.** Estimated Amount : ₹ **2,62,839.33** Earnest Money: ₹ **5,400.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date and time of Completion of Bid: **20.01.2025 upto 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **13.01.2025 from 12 Noon** in the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-Tender online, percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/692
Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of Sab-E-Barat 2025 at Rameshwar Shaw Road, Hati Bagan Road, Ram Mohan Bera Lane & other connecting roads of Gobra Burial Ground in Ward No.- 59, Br-VII.** Estimated Amount : ₹ **1,60,160.00**. Earnest Money: ₹ **3,300.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date and time of submission of Bid: **18.01.2025 – 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **20.01.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **10.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/213A
Name of work : **Repairing and overhauling of 600 MM DIA sluice valve fitted on 600 MM DIA bypass line of 1600 MM DIA dedicated pipeline at Taratala Valve Station of GRWW.** Estimated Amount : **Quotation**. Earnest Money: ₹ **2,850.00**. Period of Completion: **05 days**. Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **21.01.2025 at 2 p.m./23.01.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (W/S) S.S.Unit, KMC** invites e-Tender online system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-132/1/24-25/S-16/36
Name of work : **Rejuvenation of damaged portion of 1200 MM DIA. R/Main by providing M.S. Plate alongwith wash out chamber near P-75, 91/90 Upen Banerjee Road with other allied works in Ward No. 132, (Br-XIV).** Estimated Amount : ₹ **4,53,979.42**. Earnest Money: ₹ **9,200.00**. Period of Completion: **7 days**. Last Date of submission of Bid: **22.01.2025 – 1 p.m.** Tender will be opened on : **25.01.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 – 10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS)/N, KMC** invites e-Tender online in two Bid systems for following work:
E-NIT No. : KMC/WS/N/24-25/19/45
Name of work : **Improvement of U.F.W supply at Natherbagan Lane in Ward No.-19.** Estimated Cost : ₹ **2,49,266.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time Completion: **12 days**. Last Date and time of submission of Bid: **22.01.2025 up to 2 p.m.** The Tender will be opened on : **24.01.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **13.01.2025 after 2 a.m.** from the website : **https://wbtender.gov.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/PG_67/T029/24-25
Name of work : **Providing M.S. Jacketing at the detrimental portion of existing 450 MM DIA. F.W. reserve main near 96B, 96C/1 K.N.Sen Road in Ward No. 67.** Estimated Amount : ₹ **2,46,067.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time Completion: **12 days**. Last Date of receipt/opening of Tender (Online): **18.01.2025 at 1 p.m./20.01.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/S_D/UUPS/MN/R/24-25 (2nd Call)
Name of work : **Regular maintenance of pumps, motors, electro-mechanical accessories with other allied works at Ultadanga underpass pumping station under DLPS.** Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **9 months**. Last Date and Time of submission of Bid : **22.01.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.
(2) NIT No. : KMC/S_D/KGPS-42/24-25
Name of work : **Uplifting of submerged floating type surface aerator from the aeration pond at Keorapukur STP and other allied works under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimated Amount : **Open to be quoted by the participating party**. Earnest Money: ₹ **3,550.00**. Period of Completion: **03 Days**. Last Date and time of submission of Bid : **18.01.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **10.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MH-25/2024-25 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road surface at Gule Para Bye lane with other allied works in Ward No.-128, Br-XIV under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount(including GST & CESS) : ₹ **4,49,374.03**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last Date and Time of submission of Bid: **24.01.2025 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025 at 12 Noon.**
(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-10/24-25
Name of work : **Annual maintenance, servicing, cleaning of two nos. Weigh Bridge near gate no-1 and 2 at Asphaltum Goragacha.** Estimate Amount: **Open**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last Date and Time of submission of Bid: **22.01.2025 – 5 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **24.01.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 – 2 p.m.** The website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (E)/LTG(CRM), KMC** invites e-Tender online, two bid system for following works:
(1) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-12/24-25
Name of work : **Restoration of Bearing, Palmer block, Header pipe, Nozzle etc. and rewinding of Blower motor in the Air Pollution Control System of Furnace No. 3 & 4 at Old Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **1,96,116.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last Date and Time of submission of Bid: **19.01.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2025 at 5 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-13/24-25
Name of work : **Restoration of Furnace No. 8 at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,30,323.00**. Earnest Money: ₹ **8,800.00**. Period of Completion: **7 Days**.
(3) NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/OM/12/24-25
Name of work : **Annual Maintenance Contract of Air conditioning Machines installed at Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last Date and Time of submission of Bid: **20.01.2025 at 5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 at 5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3) **(1215/24-25)**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

শিশুদের জন্য যেমন শীতপোশাক চাই

ধীরে ধীরে জেঁকে বসছে শীত। এ সময় শিশুর জন্য চাই গরম পোশাক। ভারী শীত ও হালকা শীত মাথায় রেখে বাহারি শীতপোশাক এনেছে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস। পছন্দের রং, ডিজাইন ও মোটিফে সাজানো হয়েছে ছেলেশিশুদের শীতের পোশাক।

রকমারি শীতবস্ত্র

বরাবরের মতো এবারও শিশুদের আরামের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গরম কাপড়ের মধ্যে জ্যাকেট, হুডি, সোয়েটার, সোয়েট শার্ট, ট্রাউজার, লম্বা কোট, কোটি, টুপি ইত্যাদি আছে। নবজাতক থেকে শুরু করে তিন বছরের শিশুদের জন্য আছে নানা রকম বেবি সেট।

বেশির ভাগ শীতের পোশাক মোটা সুতি, নিট কাপড়, সিনথেটিক, উল ও মখমল দিয়ে বানানো। শিশুর গরম কাপড়টি যাতে আরামের পাশাপাশি শীত নিবারণ করতে পারে, সেটি বিবেচনায় রেখেই বানানো হয়েছে। বিভিন্ন দোকানপাট থেকে শুরু করে ধর্মতলা চত্তর এই গুলো পাওয়া যায়।

রং ও মোটিফে বৈচিত্র্য

শীতে এবার ছেলেশিশুদের পোশাকে এক রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। হুডি ও সোয়েটারগুলোয় নানা রকম কার্টুন, ডিজিটাল ছাপ ও প্রাণীর চিত্র

আছে। দুই থেকে ছয় বছরের ছেলেশিশুদের শীতবস্ত্রে নীল, হলুদ, লাল, কমলা, সাদার মতো উজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য বেশি। শৈশব হাউসে এবার ফতুয়া স্টাইলের সোয়েটারও চোখে পড়ল। পোশাকের পাশাপাশি আবার নরম মখমল এবং ফোমের তৈরি হালকা রঙের বাহারি কানটুপি, ইয়ার পাফ, মাফলারও পাওয়া যাচ্ছে।

দামদর

ছেলেশিশুদের গরম কাপড়ের বাজার গতবারের তুলনায় কিছুটা চড়া। ৮০০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে ছোট শিশুদের জন্য বেবি সেট। উলের সোয়েটারের দাম ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকা। হুডির দাম ৪০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত। ৫০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকায় মিলছে সোয়েট শার্ট। ডেনিম ও ফোমের জ্যাকেটের মূল্য ৭০০ থেকে শুরু করে ২ হাজার ৫০০ টাকা। মখমলের সোয়েটারের দাম শুরু হয় এক হাজার টাকা থেকে। ট্রাউজার প্যান্টের দাম ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা।

অন্যদিকে উলের টুপি, ইয়ার পাফ এবং মখমলের মাফলারগুলোর মূল্য ৩০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা। তবে খোলা বাজারে ছেলেশিশুদের এসব শীতবস্ত্রের দাম কিছুটা কম।

শজনে ও শজনেপাতার পুষ্টিগুণ নিয়ে সচেতন সারা বিশ্ব

শজনে চুলের জন্য কেন ভালো

শজনেতে আছে ভিটামিন এ, সি, বি৬ এবং বায়োটিন। এসব ভিটামিন চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়, চুলের গোড়া শক্ত করে, চুল পাতলা হয়ে যাওয়া রোধ করে। শজনেতে আছে বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। যেমন কুয়েরসেটিন, ক্রোনোজেনিক অ্যাসিড, বিটা ক্যারোটিন ইত্যাদি। এসব উপাদান চুলকে সুরক্ষা দেয়, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও ফ্রি র্যাডিকেলের কারণে ঝরে যাওয়ার হাত থেকে চুলকে রক্ষা করে। কেরাটিন একধরনের প্রোটিন, যা চুলের ভিত্তি তৈরি করে। শজনেতে কেরাটিনও আছে প্রচুর। তাই শজনে খেলে পাবেন সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল। শজনেতে আরও পাবেন জিংক, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেশিয়াম। জিংক চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখে, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়, চুলের ফলিকলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে। আয়রন মাথায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, ফলে হেয়ার ফলিকলগুলোয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পৌঁছে যায়।

চুলের বৃদ্ধিতে শজনে কীভাবে কাজে লাগাবেন

চুলের বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে শজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন খাবারের মাধ্যমে, সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে কিংবা চুলের পরিচর্যায় ব্যবহার করে। আমাদের দেশে শজনে সহজলভ্য। ফলে শজনে ও শজনেপাতা দিয়ে অনেক মজাদার পদ রেঁধে খাওয়া যায়। তবে চাইলে শজনেপাতার গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন।

শজনেপাতার গুঁড়া যেভাবে খাবেন

শজনেপাতার গুঁড়া কলা, আম, জাম কিংবা পালংশাকের সঙ্গে মিশিয়ে স্মুদি বানিয়ে খাওয়া যায়। পুষ্টি উপাদানে ভরপুর এই পানীয় শুধু চুলের জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। এক চাচামচ শজনেপাতার গুঁড়া গরম জলেতে

মিশিয়ে চা তৈরি করুন। চাইলে পরিমাণমতো মধু বা লেবু মিশিয়ে নিতে পারেন। দিনে এক থেকে দুইবার এই চা খেতে পারেন। তরকারি, স্যুপ কিংবা সালাদের সঙ্গেও শজনেপাতার গুঁড়া খাওয়া যায়।

সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার নিয়ম

শজনেপাতা গুঁড়া ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট হিসেবেও খাওয়া চলে। এ ধরনের সাপ্লিমেন্ট প্রতিদিন ৫০০ মিলিগ্রাম থেকে ১ হাজার মিলিগ্রাম খেলে চুল ও শরীরের জন্য উপকারী। সাপ্লিমেন্টের বোতলের গায়ে উল্লেখিত ডোজ অনুযায়ী খেতে হবে।

শজনেবীজের তেল

মরিঙ্গা অয়েল তৈরি করা হয় শজনের বীজ থেকে। সৌন্দর্যচর্চায় এই তেলের ব্যবহার বেশ পুরোনো। মরিঙ্গা অয়েলে আছে প্রচুর ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি মাথার তালু ভালো রাখে, চুলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। মরিঙ্গা অয়েল চুলে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায়। সামান্য মরিঙ্গা অয়েল গরম করে, আলতোভাবে মাথার তালুতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মালিশ করুন। এটি চুলের ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। এই তেল মাথায় সারা রাত লাগিয়ে রাখুন, সকালে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মরিঙ্গা অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক তৈরি করে চুলে লাগাতে পারেন। বিশেষ করে মাথার তালুতে এবং চুলের ডগায় মাস্কটি ভালোভাবে লাগাতে হবে। মাস্কটি মাথায় ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। চুল মজবুত ও উজ্বল করতে এবং চুলের ডগা ফেটে যাওয়া রোধ করতে এই মাস্ক বিশেষভাবে কার্যকর।

শজনেপাতার নির্যাস

এটিও চুলের জন্য উপকারী। চুলের বৃদ্ধিতে বাজারের হেয়ার সেরামগুলোতেও শজনেপাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়। শজনেপাতার নির্যাসে ভিটামিন ও খনিজের পরিমাণ অনেক, যা আমাদের শরীর খুব সহজেই শোষণ করতে পারে। মাত্র কয়েক ফোঁটা শজনেপাতার নির্যাস খাবারে যোগ করলে কিংবা চুলে মাখলে চুলের ফলিকলের বৃদ্ধি উদ্দীপ্ত হয়।

শজনের সঙ্গে অ্যালোভেরা

শজনে ও অ্যালোভেরা একসঙ্গে ব্যবহার করলে চুলের ওপর শজনের প্রভাব আরও বাড়ে। অ্যালোভেরা জেল মাথার ত্বক সুস্থ রাখে, খুশকি দূর করে, সঙ্গে শজনে চুলে জোগায় পুষ্টি। অ্যালোভেরা ও শজনেপাতার গুঁড়া মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। মাথার তালু ও চুলে লাগিয়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চুলের বৃদ্ধির জন্য শজনেপাতা ব্যবহারের পাশাপাশি নিয়মিত সুষম খাবার ও জল খাওয়া এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকার কোনো বিকল্প নেই।

ধোঁয়া থেকে বাঁচতে ঘরে থাকার পরামর্শ

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলের বিপজ্জনক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। এ কারণে শহরবাসীকে ঘরের ভেতর থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তারা এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন। কয়েক দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে পুড়ছে। এই দাবানল শহরটির বাতাসে বিষাক্ত মেঘ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল শ্বাসরোধী ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা অনীশ মহাজন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমরা সবাই দাবানলের ধোঁয়ার ক্ষতি বুঝতে পারছি। এতে অতি ক্ষুদ্র কণা, গ্যাস ও জলীয় বাষ্প মিশে আছে।' অনীশ আরও বলেন, 'এই ছোট ছোট কণা আমাদের নাক ও গলায় ঢুকে যায়। এতে গলা ও মাথাব্যথা হয়। তাই যেসব এলাকায় দৃশ্যমান ধোঁয়া বা ধোঁয়ার গন্ধ রয়েছে, এমনকি যেখানে আপনি তা দেখতে পান না, সেখানেও বাতাসের মান খারাপ।

তাই যতটা সম্ভব বাইরে যাওয়া কমিয়ে আনা উচিত।' এ পরিস্থিতিতে সুস্থ ব্যক্তিদেরও যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকা উচিত। কোনো না কোনো বায়ু পরিশোধনব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত বলে জানালেন অনীশ মহাজন।ঘরের বাইরে কাজে গেলে এন ৯৫ মাস্ক পরার পরামর্শ অনীশ মহাজনের। সেই সঙ্গে তরুণ, প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষদের এ সময়টায় বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত বলেও তাঁর মত। লস অ্যাঞ্জেলেসে আগুনের সূত্রপাত হয় গত মঙ্গলবার। এরপর কয়েকটি জায়গায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। শত চেষ্টার পরও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন।

পুড়ে ছারখার হচ্ছে এলাকার পর এলাকা। দাবানলে এখন পর্যন্ত দেড় শ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে লুটপাট চালাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। লুটপাট ঠেকাতে একটি এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দাবানলের ধোঁয়ার কারণে গত শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসে জনস্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে বিপজ্জনক ছাই তুলতে পারে এমন যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১২ জানুয়ারিঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার অনুসরণে মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম শাখা মঠ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১২ জানুয়ারি তপন থিয়েটারে। শ্রী চৈতন্য মঠের শ্রীল ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ -এর তত্ত্বাবধানে মহামন্ত্র, মহাজন পদাবলী, সংকীর্তন এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন এই অনুষ্ঠানে । উপস্থিত ছিলেন শ্রীল ভক্তিভূষণ তূর্য্যাস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিকুমুদ পুরী মহারাজ সহ কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারপতিগণ এই ধর্ম সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্তন এর আয়োজন করা হয় শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে। মহারাজগণ, সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসারের কথা উল্লেখ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনে শ্রী চৈতন্যমঠ এবং শাখা মোট সমূহ কিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ধারাকে পরম্পরা গত ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয় অনুষ্ঠানে। প্রায় সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিজেপির জেলা কমিটির উদ্যোগে বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১২ জানুয়ারিঃ কোন্নগরে বিজেপির হুগলি জেলা কমিটির শিক্ষা সেলের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী দিবস উপলক্ষে পালিত হলো এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। কোন্নগর এস.সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মাদার ডেয়ারি বুথের সামনে। উক্ত দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচিত করে তাতে মাল্যদান এবং ফুলের তোড়ার সাথে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে মুখ্য ভূমিকা নেন বিজেপি হুগলি জেলা কমিটির শিক্ষা সেলের কনভেনার রতন কুমার ঘোষ, ও কোন্নগর মন্ডলের সভাপতি প্রণয় গোস্বামী ঝুমা মিত্র দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। এই দিবসটি বাঙ্গালীর তথা বিশ্বের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে হুগলি জেলা কমিটির শিক্ষা সেলের কনভেনার রতন কুমার ঘোষ তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। ওই অনুষ্ঠানে সর্বাঙ্গিনভাবে চিরস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অন্যান্যরাও তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে বাঙালির জীবনের তাৎপর্যমন্ডিত বিবেকানন্দের জন্ম দিনটি। এ দিন রতন কুমার ঘোষ বলেন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র দেশের গর্ব।

বিবেকানন্দ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মহতী উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১২ জানুয়ারিঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নপাড়া বিবেকানন্দ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শীতলা মাতা লেনের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে কম্বল সহ খাদ্যদ্রব্য তুলে দেওয়া হয়। বিনামূল্যে সুনিশ্চিত খাদ্যপ্রকল্পের তৃতীয় বর্ষের কার্ড প্রদান করা হয়। মাসিক দশ টাকার বিনিময়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন দুটি কম্পিউটার উদ্বোধন ও কম্পিউটার কোর্সে সফল ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, সাংসদ সৌগত রায়,অঞ্জন পাল, ডাঃ পারমিতা মাইতি গৌতম ঘোষাল সহ সমাজের বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিগণ। সাথে মরণোত্তর অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেন ১২ জন। ন পাড়া বিবেকানন্দ সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সংগ্রাম বিশ্বাস জানালেন, প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার প্রাক্কালে নতুন বস্ত্র সহ খাদ্য তুলে দেয় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্য সীমার নিচে ফুটপাতে বসবাসকারী মানুষদের হাতে। জঙ্গলমহল সহ বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে। ২০২৫ সালের শেষে তিনকন্যার বিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছেন।

Name Change

I, MD ZULFIKER RAHAMAN, RESIDING AT NORTH GUMA, AMDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 743704,WEST BENGAL.DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER MD ABUL HOSSAIN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABUL HOSSAIN BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT MD ABUL HOSSAIN AND MD ABUL HOSSAIN BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Baby Kumari,Daughter of Shri Om Prakash Narnolia,residing at 21/ 4D, Genexx Valley, Joka, Kolkata-700104,West Bengal,shall henceforth be known as Amrita Dokania vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025.That Baby Kumari and Amrita Dokania both are the same and one identical person

Name Change

I,RAZIA BEGUM,WIFE OF AKTAR KHAN, RESIDING AT 22/C, LOCK GATE ROAD,COSSIPORE,CHITPORE,KOLKATA - 700002,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT RAZIA BEGUM AND RAZIA KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Newtan Podder (Old Name) S/O-Gour Poddar residing at Vill-Mobarakpur, Po-Haripur Chhitka, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, 741163.I have change my new name to Newtan Poddar by Executive Magistrate Tehatta courton 07/01/2025. My name Newtan Poddar & Newtan Podder both are same and one indentical person.

Name Change

I, RUPSONA KHATUN AND RUKSANA KHATUN, DAUGHTER OF SEKH SIRAJ, WIFE OF SK SUKUR ALI, RESIDING AT MONOHARPUR MALLIKPARA, PO & PS - DANKUNI, HOOGHLY - 712311, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPSANA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025. THAT RUPSONA KHATUN AND RUKSANA KHATUN ALSO RUPSANA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Arip Biswas (Old Name) S/O-Rahid Biswas residing at Rajapur, Kanainagar , Nazirpur , Ps-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741156. I have change my new name to Arif Biswas by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Arif Biswas & Arip Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, MANJU KARUWA, D/O HANUMAN PRASAD MUNDRA, RESIDING AT MIRIK BAZAR WARD NO 2 P.O.& P.S. MIRIK, DARJEELING - 734214,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN MANJU KARWA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT MANJU KARUWA AND MANJU KARWA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Zamarul Sk (Old Name) S/O-Munjur Sk residing at Babarpur, Ps-Burwan , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742132.I have change my new name to Jamarul Sk by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Jamarul Sk & Zamarul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I,RAZIA BEGUM, WIFE OF AKTAR KHAN, RESIDING AT 22/C, LOCK GATE ROAD,COSSIPORE, CHITPORE, KOLKATA - 700002,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT RAZIA BEGUM AND RAZIA KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Golam Rasul Sk (Old Name) S/O-Year Ali Sk residing at Pradipdanga, Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165.I have change my new name to Golam Rasul by notary public Berhampore court on 31/12/2024.My name Golam Rasul & Golam Rasul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Unnati Rani Biswas (old name) wife of Manindra Nath Biswas, residing at 1 N , DAULATPUR ,VIVEKANANDA PALLY, MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS-700139, West Bengal, India, shall henceforth be known as Unnati Biswas (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Unnati Biswas (new name) and Unnati Rani Biswas (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Saber (Old Name) S/O-Dewan Sekh residing at Vill- Dangapara , Po- Sahajadpur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187. I have change my new name to Saber Sekh by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Saber Sekh & Saber both are same and one identical person.

Name Change

I, Jabir Hossain (old name) son of Zakir Hossain, residing at GULZAR BAG,PO BIDHANNAGAR, PS RABINDRANAGAR,DIAMOND HARNOUR-700066, West Bengal, India, shall henceforth be known as Jabir Hussain (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Jabir Hussain (new name) and Jabir Hossain (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Momai Sk (Old Name) S/O-Israil Sekh residing at Vill-Sardanga, Po-Harishchandrapur, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal Pin-742161. I have change my new name to Mumai Sk by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Mumai Sk & Momai Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Gulnaj Parween (old name) son of Badruddin Shekh, residing at NEAMATPUR G.T ROAD, SITARAMPUR, P.S KULTI,PASCHIM BARDHAMAN-713359, West Bengal, India, shall henceforth be known as Gulnaz Bano (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Gulnaz Bano (new name) and Gulnaj Parween (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Ponkaj Ray (Old Name) S/O-Bidhan Chandra Roy residing at Vill-Talbagan Camp , Po-Baruipara, Ps- Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165.I have change my new name to Pankaj Roy by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Pankaj Roy & Ponkaj Ray both are same and one identical person.

Name Change

I, Mina Begam Molla (old name) wife of Nur Islam, residing at VILL- UTTAR PASCHIM PIFA,PO PIFA ,PS-BASIRHAT,NORTH 24 PARGANAS-743422, West Bengal, India, shall henceforth be known as Mina Begam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Mina Begam (new name) and Mina Begam Molla (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Rohid Biswas (Old Name) S/O-Supian Biswas residing at Rajapur, Kanainagar, Nazirpur , Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741156.I have change my new name to Rahid Biswas by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Rahid Biswas & Rohid Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I,Md Bablu Hossain (Old Name) S/O- Arsad Ali residing at Vill- Khanabari, Po-Daharpar, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742201. I have change my new name to Bablu Hossain by notary public Berhampore court on 08/01/2025. My name Bablu Hossain & Md Bablu Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Noor Islam Molla (old name) son of Safer Ali Molla, residing at VILL-UTTAR PASCHIM PIFA,PO PIFA,PS-BASIRHAT,NORTH 24 PARGANAS-743422, West Bengal, India, shall henceforth be known as Nur Islam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Nur Islam (new name) and Noor Islam Molla (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Bhajahori Das (Old Name S/O-Debnath Das residing at Vill-Jalukha , Po-Palsanda More , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742238.I have change my new name to Bhajahari Das by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Bhajahari Das & Bhajahori Das both are same and one identical person.

Name Change

I,Abu Bakkar Sk (Old Name) S/O-Newyaj Sk residing at Vill-Sahebnagar, Po-Panchgram, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad Pin-742184. I have change my new name to Bakkar Sk by notary public Berhampore court on 08/01/2025. My name Bakkar Sk & Abu Bakkar Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, ASHOK DAS AND ASHOKE MANUEL DAS, SON OF NAKUL PASKAL DAS, RESIDING AT 5 NO PARK LANE,PARK STREET, PO - PARK STREET, KOLKATA - 700016, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT ASHOK DAS AND ASHOKE MANUEL DAS ALSO ASHOKE DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sahanoaj Sk (Old Name) S/O-Mahammad Soleman Sekh residing at Vill-Talbaganpara, Po-Chaltia, Ps-Berhampore, Murshidabad , West Bengal, Pin-742101.I have change my New name to Mahammad Sahanoaj Sekh by notary public Berhampore court on 10/01/2025.My name Mahammad Sahanoaj Sekh & Sahanoaj Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, BIJOY NASKAR (OLD NAME),SON OF KAPIL NASKAR, RESIDING AT MAKARDAHA BANERJEE PARA, DOMJUR, HOWRAH - 711409, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY NASKAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT BIJOY NASKAR (OLD NAME) AND BIJAY NASKAR (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MALA DAS AND MALOTI DAS, DAUGHTER OF PYUSH BAR, RESIDING AT 5 NO PARK LANE,PARK STREET,PO - PARK STREET, KOLKATA - 700016, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALATI DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT MALA DAS AND MALOTI DAS ALSO MALATI DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Israt Sekh (Old Name) S/O-Kalimuddin Shekh residing at Magurkhali Para, Byaspur, Taherpur, Nadia, West Bengal, Pin-741127.I have change my new name to Israb Shekh by notary public Berhampore court on 10/01/2025. My name Israb Shekh & Israt Sekh both are same and one identical person.

১৪ মাস পর দলে ফিরলেন শামি

১২ জানুয়ারি ঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। ১৪ মাস বাদে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল মহম্মদ শামির। তবে শামির প্রত্যাবর্তন ছাড়া দলে বড় কোনও চমক নেই। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার ভারতের জার্সিতে খেলেছেন শামি। তারপর চোট সারিয়ে ফিরেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। কিন্তু জাতীয় দলের দরজা খোলেনি। বরং হাঁটু ফুলে যাওয়ার কারণে শামিকে এনসিএতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রিহ্যাব করতে। একটা সময় শোনা যাচ্ছিল, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে শেষদিকে খেলানো হতে পারে বঙ্গ পেসারকে। কিন্তু এনসিএ ফিট সার্টিফিকেট না দেওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। অবশেষে শনিবারই এনসিএ থেকে শামিকে পুরোপুরি ফিট ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরই তাঁকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ দলে রাখা হল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে অনেকদিন থেকেই ব্রাত্য ছিলেন শামি। তবে নির্বাচকরা সম্ভবত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তাঁকে বেশি করে ম্যাচ প্র্যাকটিস দিতে চাইছেন। শামির দলে ফেরা ছাড়া টি-২০ দলে বিশেষ চমক নেই। যথারীতি অধিনায়ক করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। তবে দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে অক্ষর প্যাটেলকে। ১৫ সদস্যের দলে রাখা হয়েছে ৪ স্পিনার। এবং ৩ পেসারকে। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া।

১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঃ সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ শামি, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, ধ্রুব জুরেল।

রেফারিং বিতর্কে অস্কারকে সটান জবাব মোলিনার

১২ জানুয়ারি ঃ ডার্বি হেরে গিয়েছে দোষ দিচ্ছেন রেফারির উপরে। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর এহেন আপত্তি করার জন্য তাঁকে তোপ দাগছে সমর্থকরাই। তিনি সরাসরি বলেন, 'হাত দিয়ে বল আটকানোটা নিশ্চিত পেনাল্টি। মোহনবাগান সুবিধে পেয়েছে যাচ্ছে।'' তবে শুধুই আপুইয়ার হাত দিয়ে বল আটকানোয় পেনাল্টির দাবিতেই থেমে থাকেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ। বললেন, ' কিছুতেই আজ দুটো হলুদ কার্ড দেখে না। রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে ঠিক করেননি।'' মোহনবাগান কোচ মোলিনার তরফ থেকে অবশ্য তার উত্তর দেওয়া হয় স্পোর্টসম্যান ভাবেই। তিনি খুঁচিয়ে বলে দিলেন, এভাবে অজুহাত খুঁজতে থাকলে ভালো ফলের আশা না করাই ভালো। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে হাসিখুশি মুখেই কথা শুরু করেন মোলিনা। অন্য সময় হলে হয়তো এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু এদিন ম্যাচের পর ঠিক করেন-তিনি জবাব দেবেন। তাই অস্কার ব্রুজোর রেফারির সিদ্ধান্তে পক্ষপাতিত্ব খুঁজে

পাওয়ার প্রসঙ্গে মোলিনা বললেন, হেরে গেলে সবাই এরকম অজুহাত দেয়। নতুন কিছু না।'' মোলিনাকে বলা হল, কিছুক্ষণ আগে অস্কার ব্রুজো অভিযোগ করে গিয়েছেন, রেফারির সুবিধা পেয়েছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল কোচের অভিযোগ শুনে প্রথমে হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ' ভালো কোচ। ইস্টবেঙ্গল ভালো দল। ওঁর মতামত, আমার মতের সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। উনি যদি এটাই মনে করেন, ঠিক আছে। আমি খেলার ফলে খুশি।'' এটুকু বলে চুপ করে গেলেন মোলিনা। মনে হল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তারপর নিজেই বললেন, ' যখন স্পেনে স্পোর্টস ডিরেক্টর ছিলাম, বোর্ডে দুটো অপশন লেখা হত। খেলার ফলাফল চাও না ম্যাচে হেরে অজুহাত দিতে চাও? আমার তো মনে হয়, হেরে গিয়ে অজুহাত তৈরি করার থেকে ম্যাচটা জেতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইস্টবেঙ্গল কোচ ম্যাচ হেরে অজুহাত দিচ্ছেন। আপুইয়ার যে পেনাল্টির কথা বলা হচ্ছে, ওই সময় কাছাকাছি জায়গায় আমি ছিলাম। অথচ আমি কিছুই দেখতে পাইনি। উনি আমার থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন। কাছে থেকে আমি দেখতে পেলাম না। দূরে থেকে কীভাবে উনি দেখে ফেললেন, সেটা জানি না। ম্যাচ শেষে টিম হোটেলে ফিরে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা ধরেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারকে। বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। রেফারিরা নিয়ম করে রোজ আমাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। অভিযোগ করতে করতে আমরা ক্লান্ত। ার দরকার নেই।

অবসর নিয়ে রাহিতের সিদ্ধান্তে অখুশি কোচ!

১২ জানুয়ারি ঃ সিডনি টেস্টের প্রথম একাদশে রোহিত শর্মার নাম না দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক জীবনের শেষ টেস্টটি খেলে ফেলেছেন। তাঁর অবসরের ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সকলকে একপ্রকার চমকে দিয়ে রোহিত ঘোষণা করে দেন, তিনি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। শোনা যাচ্ছে, ভারত অধিনায়কের সেই সিদ্ধান্তে নাকি 'অখুশি' কোচ গৌতম গম্ভীর। এক সংবাদমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে রোহিতের খেলা নিয়ে গম্ভীর কোনওরকম প্রতিশ্রুতি দেননি। তারপরই ভারত অধিনায়ক নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একপ্রকার মনস্থ করে ফেলেছিলেন, যে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিন মতবদল করেন ভারত অধিনায়ক। সম্প্রচারকারী সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সটান বলে দেন, এখনই কোথাও যাচ্ছি না। বাইরে থেকে কেউ ঠিক করে দেবে না, আমি কতদিন খেলব।

সংবাদমাধ্যমের দাবি, রোহিতের ওই অবস্থান বদলেই অখুশি গম্ভীর। তিনি মনে করছেন, হিটম্যানের ওই সিদ্ধান্ত বদলের নেপথ্যে বাইরের কেউ রয়েছেন। বাইরের কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। নাহলে হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পর রোহিতের টেস্ট কেরিয়ারও অস্ট্রেলিয়ায় শেষ হয়ে যেত। যাই হোক, গোটা ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হয়নি ভারতীয় কোচের। এই রিপোর্ট সত্যি হলে বুঝতে হবে এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের হেড কোচ এবং অধিনায়কের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ যে খুব একটা

সুখকর হবে না, সেটা বলাই যায়। সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো মেগা টুর্নামেন্ট। তার আগে এই খবর, ভারতীয় সমর্থকদের চিন্তায় রাখবে।

জয় শাহর উত্তরসূরি পেয়ে গেল বিসিসিআই

১২ জানুয়ারি ঃ সরকারি সিলমোহর পড়ে গেল। বিসিসিআইয়ের সচিব পদে আসীন হলেন দেবজি সাইকিয়া। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর ছেড়ে যাওয়া পদে বসলেন তিনি। আইসিসির ইতিহাসে কনিষ্ঠতম হিসেবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন জয় শাহ। আইসিসিতে যাওয়ার আগে জয় বিসিসিআই সচিব পদে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক নাম উঠে আসছিল সচিব পদের দৌড়ে। বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা থেকে আইপিএলের প্রধান অরুণ ধুমল, অনেকেরই নাম ভাসছিল। এমনকী প্রয়াত অরুণ জেটলির পুত্র রোহন জেটলি এই পদে আসতে পারেন, এরকম জল্পনাও ছড়িয়েছিল। যিনি বর্তমানে দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

একটা সময় শোনা যাচ্ছিল সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হেভিওয়েটদের কেউই বোর্ড সচিব পদের জন্য মনোনয়নপত্র তোলেননি। গত ৪ জানুয়ারি সচিব পদে মনোনয়ন দেওয়ার শেষ দিন ছিল। সেদিন দেবজি সাইকিয়া ছাড়া আর কেউ মনোনয়ন তোলেননি। আর কেউ মনোনয়ন না তোলায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন দেবজিত। আজ বোর্ডের সাধারণ সভায় সরকারিভাবে সচিব পদে তাঁর নামে সিলমোহর পড়ল। এদিন একই সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ পদে প্রভতেজ সিং ভাটিয়া নির্বাচিত হয়েছেন। ছত্তিশগ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে প্রভতেজ সিং ভাটিয়া কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন দেন। দেবজি সাইকিয়া এতদিন বিসিসিআই যুগ্ম সচিব পদে ছিলেন। জয় শাহর অনুপস্থিতিতে তিনিই অস্থায়ীভাবে সচিবের কাজ সামলাচ্ছেন। এবার স্থায়ী সচিব হতে চলেছেন তিনি। তবে যুগ্ম সচিব পদটি এবার শূন্য হয়ে গেল।

বুমরাহদের হাতে অস্ত্র! ওয়াইড বলের নিয়মে বড় বদলের ইঙ্গিত আইসিসির

১২ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেট ক্রমাগত ব্যাটারদের খেলা হয়ে উঠছে। বোলারদের জন্য আর কিছুই নেই। এরকম অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। এবার বোলারদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিতে তৈরি আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার কমিটিতে যুক্ত প্রাক্তন পেসার শন পোলক জানালেন, ওয়াইড বলের নিয়ম পরিবর্তন করার কথা ভাবা হচ্ছে। সাদা বলের ক্রিকেটে দেখা যায়, বোলাররা চেষ্টা করেন ব্যাটারের পা লক্ষ্য করে বল করার। সেই সুযোগে ব্যাটাররা জায়গা বদল করে ওয়াইড আদায় করে নেয়। সেটাতেই প্রবল আপত্তি পোলকের। তাই তাঁর বক্তব্য, আমি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি। আমরা চাই ওয়াইড বলের ক্ষেত্রে বোলার আরও স্বাধীনতা পাক। আমার মতে, ওয়াইড বলের জন্য ওদের কাছে

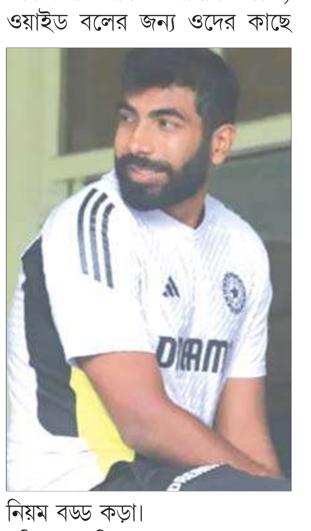

নিয়ম বড্ড কড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার বলছেন, যদি কোনও ব্যাটার শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে স্থান বদল করে, সেটা আমি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না। বোলার রান আপ শুরু করার আগেই জানা উচিত, কোথায় সে বল করবে। একজন বোলার কীভাবে শেষ মুহূর্তে রান আপ বদল করবে? আর কেনই বা করবে? তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত সে কোথায় বল করতে চলেছে।

এই বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তা চলছে সেটাও জানান প্রাক্তন প্রোটিয়া ক্রিকেটার। তিনি জানান, এখনও আমাদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা চাই, বোলাররা কোনও অস্ত্র খুঁজে পাক। আর যদি আইসিসি-র নতুন নিয়ম চালু হয়, তাহলে বুমরাহদের হাতে নতুন অস্ত্র উঠতে চলেছে।

স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালঃ বার্সেলোনার মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ

জেদ্দা, ১২ জানুয়ারি ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় বার্সেলোনার মুখোমুখি হল রিয়াল মাদ্রিদ। কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে ম্যাচটি শুরু হয় ভারতীয় সময় রাত ১২,৩০ মিনিটে। গত অক্টোবরে ঘরের মাঠে লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল রিয়াল। গত ক্লাসিকোয় হারের বদলা রবিবার সুপার কাপের ফাইনালে নিতে মুখিয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ।এবার পরিস্থিতি বদলে গেছে। মরসুমে দারুণ শুরুর পর ছন্দ হারানো বার্সেলোনা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তাদের সবশেষ ১১ ম্যাচের ৪টিতে হেরেছে, ড্র করেছে দুটি। রিয়াল তাদের শেষ ৫ ম্যাচের সবগুলোই জিতেছে।এই সাফল্যে তারা লা লিগার টেবিলেও উঠে গেছে শীর্ষে।

কেসলার মের্টেন্সকে হারিয়ে হোবার্ট ডব্লিউটিএ শিরোপা জিতেছেন

হোবার্ট, ১২ জানুয়ারি ঃ উদীয়মান আমেরিকান ম্যাককার্টনি কেসলার দুই বারের চ্যাম্পিয়ন এলিস মের্টেন্সকে হারিয়ে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল জিতেছেন এবং শনিবার তাঁর দ্বিতীয় ডাব্লুটিএ শিরোপা নিশ্চিত করেছেন ৬-৪, ৩-৬, ৬-০তে জিতে। ২৫ বছর বয়সী ম্যাককার্টনি কেসলার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের জন্য একটি নিখুঁত নেতৃত্ব দিল, যিনি চিনের ঝাং শুয়াইয়ের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে তাঁর গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূল ড্রয়ে অভিষেক করবেন। আর গত বছর ক্লিভল্যান্ডে তাঁর প্রথম শিরোপা জয়ের পর, হোবার্ট জয় কেসলারকে প্রথমবারের মতো বিশ্বের শীর্ষ ৫০-এ নিয়ে গেছে।

গেইল ফেডেরারের রেকর্ড ভাঙলেন

অকল্যান্ড, ১২ জানুয়ারি ঃ শনিবার অকল্যান্ডে জিজু বার্গসকে ৬-৩, ৬-৪ এ হারিয়ে এটিপি ট্যুর শিরোপা জেতার সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হয়েছেন গেইল মনফিলস। মনফিলস অকল্যান্ডে ৩৮ বছর এবং ১৩২ দিন বয়সে তাঁর ১৩তম সফরের শিরোপা জয় করেছেন। রজার ফেডেরার ২০১৯ সালে যখন বাসেলে সুইস ইনডোর শিরোপা জিতেছিলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর ৭৪ দিন। মনফিলস ২০২৩ সালে স্টকহোম ওপেনের পর এই শিরোপা জয় করতে আগ্রাসন এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে ৫২তম স্থানে রয়েছেন এবং এটিপি ট্যুরের ইতিহাসে শীর্ষ একশত স্থান পাওয়া সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়। অকল্যান্ড ট্রফি জয়ের পর, মনফিলস ফ্লাইটে মেলবোর্ন চলে যান যেখানে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে তিনি জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ডের মুখোমুখি হবেন।

লেক ক্লাবে ভিন্টেজ কার শো-এর আয়োজন

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ লেক ক্লাবে ভিনটেজ কার শো - তে ৯০ টি গাড়ি সামিল হয়েছে। ৯টি বিভাগে সর্বনিম্ন ৭টি ও সর্বাধিক ১৩ টি প্রাচীন গাড়ি স্থান পেয়েছে। এই শহরের পুরানো ও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট এটি। ১৯৩০ সাল থেকেই ১৯৭৫ পর্যন্ত পুরানো অধুনা বিলুপ্ত গাড়ি ঠাঁই পেয়েছে এই অনুষ্ঠানে। ভিন্টেজ ক্যাটাগরিতে ১৯৩১-৪০ সময় কালের প্রস্তুত নানা রকমের বহু সংস্থার তৈরি গাড়ির সমাহার রবিবারের দুপুরে দেখা গিয়েছে লেক ক্লাবে। রোলস রয়েস, প্লাই মাইথ, ওপেল ক্যাবরিও, রোভার - গাড়ির বিভিন্ন মডেল ছাড়াও রয়েছে হাডসন সুপার-সিক্স, প্লাইমাউথ স্পেশাল ডিলাক্স। ১৯৪৮-এর তৈরি এই গাড়িটি বরাবর ব্যবহার করতেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেই গাড়িও হাজির ক্লাব প্রাঙ্গণে। ওই গাড়িটি কিনেছেন স্বপন কুমার লাহিড়ী। চার চাকার গাড়ি যেমন রয়েছে তেমনই ক্ল্যাসিক দুই দরজার গাড়িও রয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা

ওয়েলিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) ঃ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-২০ বিশ্বকাপের পর পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও দল গঠনে রবিবার চমক দেখালো কিউইরা। অন্য দলগুলোর নির্বাচকরা যেমন দল ঘোষণা করে থাকেন নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। যেমন ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে ক্রিকেটারদের স্ত্রী-সন্তানরা নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ছিলেন। টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ছিল দুই খুদে খেলোয়াড়। আর এই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দলের সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন সাদা বলের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দলের অন্যতম সেরা পেসার ট্রেন্ট বোল্টের। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে গেছেন বলে। বাদ পড়েছেন ফিন অ্যালেনও।

নিউজিল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলঃ মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফারগুসন, ম্যাট হেনরি, টম লাথাম, ডারিল মিচেল, উইল ও রুরকি, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন এবং উইল ইয়ং।

এভারটন-এ ময়েস ভীষণ খুশি

লন্ডন, ১২ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১১ বছর এভারটনের দায়িত্ব পালন করা স্কটিশ কোচ ডেভিড ময়েসকে আবারও কোচের দায়িত্ব দিল এভারটন। ইংলিশ ক্লাবটিতে আবার ফিরতে ফেরে ভীষণ খুশি ময়েস। উল্লেখ্য, ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এভারটনের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ময়েস। এরপর তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রয়াল সোসিয়েদাদ, সান্ডারল্যান্ড ও ওয়েস্ট হ্যামের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। বৃহস্পতিবার শন ডাইসকে চাকরিচ্যুত করে এভারটন। দুদিন পর শনিবার ময়েসের সঙ্গে তারা চুক্তি করল আড়াই বছরের। এভারটনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের অবনমন অঞ্চলে আছে তারা। এখন পর্যন্ত ১৯ ম্যাচ খেলে তারা জিততে পেরেছে কেবল ৩টি। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৬-তম স্থানে।

অলিম্পিক পদকধারী লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানলে সর্বস্বান্ত মার্কিন সাঁতারু

১২ জানুয়ারি ঃ প্রবল দাবানলে পুড়ে খাক লস অ্যাঞ্জেলস। তারকা থেকে আমজনতা, সকলের বাড়িই জ্বলে গিয়েছে আগুনের লেলিহান গ্রাসে। তার মধ্যে অন্যতম গ্যারি হল জুনিয়র। অলিম্পিকে ১০টি পদক জিতেছেন এই মার্কিন সাঁতারু। কিন্তু আগুনে ঝলসে গিয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি পদক। সব হারিয়ে এখন হতাশাই তাঁর সঙ্গী। ২০০০ সালের সিডনি এবং ২০০৪ সালের অ্যাথেন্স অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন গ্যারি। সবমিলিয়ে পাঁচটি সোনা জিতেছেন সুইমিং পুল থেকে। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিনটি রুপো এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদকও। সাঁতারু হিসাবে কেরিয়ার শেষ হওয়ার পরে লস অ্যাঞ্জেলসে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন গ্যারি। সেখানে নতুন ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত কিছুই চলে গিয়েছে আগুনের গ্রাসে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ১০টি অলিম্পিক পদকও পুড়ে ছারখার।

সব হারিয়ে বিপর্যস্ত গ্যারি। সেই সঙ্গে তাড়া করছে দাবানলের আতঙ্কও। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যে সিনেমাগুলো দেখি, তার চেয়েও হাজার গুণ ভয়ংকর এই দাবানল।

বাড়ির চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। কোনওমতে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পালিয়েছি। শুধু নিজের কুকুরটা, আর কয়েকটা দরকারি জিনিস নেওয়ার সময় পেয়েছিলাম। অলিম্পিক পদকগুলি ছাড়া বাঁচতে পারি না আমি। কিন্তু সেগুলো নেওয়ার সময়টুকুও ছিল না। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার সান্টা মনিকা ও মালিবুর মধ্যবর্তী অন্তত ১২৬২ একর জমি দাবানলে জ্বলতে শুরু করে। শুকনো আবহাওয়ায় প্রবল হাওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টানা চারদিন ধরে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়া। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। যদিও অসমর্থিত সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, পুড়ে গিয়েছে অন্তত ১০ হাজার বাড়ি। ১ লক্ষেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার নানা এলাকা থেকে। জরুরি অবস্থা জারি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

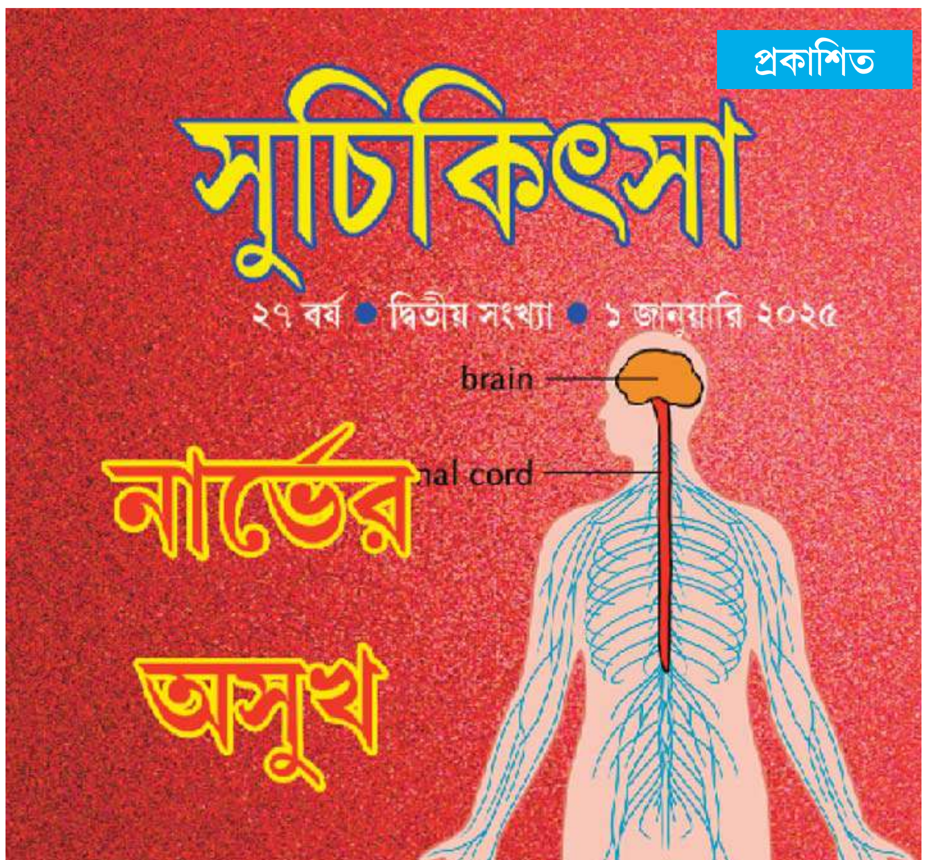

রানের খরা কাটতে

বোর্ডের নির্দেশে রনজিতে ফিরছেন রোহিত-বিরাট!

১২ জানুয়ারি ঃ অনুরোধে কাজ হয়নি। তাই কড়া নির্দেশই তাই কাজে আসবে বলে মনে করছে বিসিসিআই। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে এবার রনজি খেলার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। দুই তারকা ক্রিকেটার রান না পেলে হয়তো ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন না, এমনটাও শোনা যাচ্ছে বোর্ডের অন্দরে।

অজি সফরে বিপর্যয়ের পরে রিভিউ মিটিংয়ে বসেছিল বিসিসিআই। ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানেই উঠে এসেছে বিরাট-রোহিতের দীর্ঘ অফ ফর্ম। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একইভাবে ভুল করে আউট হয়েছেন বিরাট। স্বচ্ছন্দে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি রোহিতকেও। তাই বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সটান ঘরোয়া ক্রিকেটে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে দুই মহাতারকাকে। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে রনজি ট্রফিতে খেলে ফর্ম ফেরানোর জন্য। উল্লেখ্য,

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের রনজি-সহ অন্যান্য ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নির্দেশ সাম্প্রতিক অতীতে নতুন নয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ডের নির্দেশে দলীপ ট্রফিতে খেলতে নেমেছিলেন কে এল রাহুল, শুভমান গিল, ধ্রুব জুরেলরা। কিন্তু রোহিত-বিরাটদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বোর্ড স্রেফ অনুরোধ করেছিল তাঁদের। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে মোটেই কান দেননি বিরাট-রোহিতরা। বরং দেখা গিয়েছিল, ছুটি কাটাতে ব্যস্ত দুই তারকা। তারপরেই অজি সফরে লাগাতার ব্যর্থতা।

সেজন্যই এবার অনুরোধ নয়, কড়া নির্দেশই করতে চলেছে বিসিসিআই। জানা গিয়েছে, রিভিউ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যেন দুই তারকাকে চলতি মাসে রনজি খেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের পর রনজি ট্রফিতে খেলেননি কোহলি। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ২০১৩ সালে। রোহিত শেষবার রনজি খেলেছিলেন ২০১৫ সালে। তবে এবার হয়তো রনজি ট্রফিতে অন্তত একটা ম্যাচ বোর্ডের নির্দেশে খেলতেই হবে রোহিত-বিরাটকে। সেখানে তাঁদের পারফরম্যান্স কেমন, তার উপরে কিছুটা নির্ভর করবে দুই তারকা জুন মাসে ইংল্যান্ডে যাওয়ার টিকিট পাবেন কিনা।

এফএ কাপ ২০২৪-২৫ লিভারপুল অ্যাক্রিংটন স্ট্যানলিকে ৪ গোলে হারিয়েছে

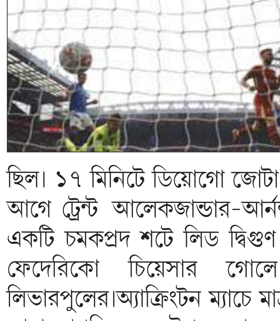

লিভারপুল, ১২ জানুয়ারি ঃ শনিবার রাতে অ্যানফিল্ডে প্রভাবশালী লিভারপুল ৪-০ গোলে অ্যাক্রিংটন স্ট্যানলিকে হারিয়েছে। ম্যানেজার আর্নে স্লটের দল কখনোই সত্যিকার অর্থে পরীক্ষিত হয়নি। প্রথম বাঁশি বাজা থেকে লিভারপুল ম্যাচ তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ছিল। ১৭ মিনিটে ডিয়োগো জোটা গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। বিরতির আগে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড বক্সের বাইরে থেকে উপরের কর্নারে একটি চমকপ্রদ শটে লিড দ্বিগুণ করেন।দ্বিতীয়ার্ধে, জেডেন ড্যানস এবং ফেদেরিকো চিয়েসার গোলে আরামদায়ক জয় নিশ্চিত হয় লিভারপুলের।অ্যাক্রিংটন ম্যাচে মাত্র ২১ শতাংশের বেশি দখলে রেখেছিল, তারা স্বাগতিকদের উপর কোনও স্পষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে পারেনি। এই ম্যাচে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১৬ বছর বয়সী রিও এনগুমোহা, যিনি লিভারপুলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে একটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ শুরু করার বা ক্লাবের হয়ে এফএ কাপে উপস্থিত হওয়ার ইতিহাস তৈরি করেছেন। লিভারপুল বস আর্নে স্লট বলেন, তাদের (অ্যাক্রিংটন) কৃতিত্ব, আমি মনে করি তারা তাদের খেলার ধরন দেখিয়েছে, যা একটি বড় প্রশংসা। প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ স্থানে থাকা লিভারপুল মঙ্গলবার,১৪ জানুয়ারি তৃতীয় স্থানে থাকা নটিংহাম ফরেস্ট- এর সঙ্গে খেলবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com

এর উদ্বোধন

৬.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনমার্গ টানেল
২৭০০ কোটির বেশি বিনিয়োগ সহ

প্রকল্পের সুবিধা

- শ্রীনগর এবং লাদাখের মধ্যে সমস্ত আবহাওয়া সংযোগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে সহজ করে
- ১.৫ ঘন্টার যাত্রা এখন মাত্র ৪০ মিনিটে সম্পন্ন করা যায়, সময়, জ্বালানী এবং লজিস্টিক খরচ বাঁচায়
- সোনমার্গ এবং অন্যান্য গন্তব্যের সাথে বিক্রয় সংযোগ সহ সমস্ত মরশুমের পর্যটন প্রচার করা এবং স্থানীয় ব্যবসা যেমন হুতাত, ইরানস্পোর্টেশন এবং রেস্তোরাঁর জন্য সুযোগ উন্মুক্ত করা
- জাফরান, আপেল, আখরোটের মতো স্থানীয় কৃষিজাত পণ্যের জন্য উন্নত বাজার অ্যাক্সেস। চেরি, কাহওয়া, ইত্যাদি
- স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির প্রাপ্যতা এবং আরও ভাল স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস
- উন্নত সংযোগ বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে
- সমস্ত ঋতুতে সীমান্ত এলাকায় বিরামহীন প্রবেশাধিকার, যার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়
- ৬.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলের পাশাপাশি, প্রকল্পটিতে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যাপ্রোচ রোড এবং ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য নিবেদিত ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্রিপার লেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বারা

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

সোমবার, তারিখ ঃ ১৩ জানুয়ারী, ২০২৫ সময় সকাল ১১.৩০
ভেন্যু, গ্রাম শুটকাদি (সোনমার্গ) জেলা গান্দরবাল জম্মু কাশ্মীর

এই আগষ্ট উপস্থিতিতে

নীতিন গড়করি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

জিতেন্দ্র সিং
কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব)

অজয় তামতা
কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী,
রোড পরিবহন ও মহাসড়ক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী

মনোজ সিনহা
লেফটন্যান্ট গভর্নর,
ইউটি জম্মু ও কাশ্মীরের

ওমর আবদুল্লাহ
মুখ্যমন্ত্রী
জম্মু ও কাশ্মীর

সুরিন্দর কুমার চৌধুরী
উপমুখ্যমন্ত্রী
জম্মু ও কাশ্মীর

সুনীল শর্মা
বিরোধি দলনেতা
জেকে লেজিগলেটিভ অ্যাসেম্বল

আগা সৈয়দ রুহুল্লাহ মেহেদী
সাংসদ লোকসভা,
শ্রীনগর

গুলাম আলি
সংসদ সদস্য, রাজ্যসভা

DD NEWS অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখুন ডিডি নিউজ-এ

cbc 37107/15/0005/2425